রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, অক্টোবর ২৮, ১৯৯৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়,

শাখা-৯

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ই বৈশাখ, ১৪০৫ বাং/২৬শে এপ্রিল ১৯৯৮ইং

এস, আর, ও নং ৬০—আইন/শ্রজম/শা-৯/৩(৪)/৯৮—Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969) এর section 37(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা :-

ক্রমিক নম্বর	মামলার নাম	নম্বর/বৎসর
১	মজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা	০৮/৯৬
২	আই, আর, ও, মোকদ্দমা	৯৪/৯৬
৩	মজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা	৩৮/৯৬
৪	মজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা	০৯/৯৬
৫	মজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা	৫৭/৯৭
৬	অভিযোগ মোকদ্দমা	৮৫/৯২

ক্রমিক নম্বর	মামলার নাম	নম্বর/বৎসর
৭	ফৌজদারী মোকদ্দমা	২২/৯৫
৮	অভিযোগ মোকদ্দমা	২৬/৯৫
৯	অভিযোগ মোকদ্দমা	২৮/৯৫
১০	অভিযোগ মোকদ্দমা	৩৪/৯৫
১১	অভিযোগ মোকদ্দমা	৩৫/৯৫
১২	অভিযোগ মোকদ্দমা	৪২/৯৫
১৩	অভিযোগ মোকদ্দমা	৭৮/৯৫
১৪	অভিযোগ মোকদ্দমা	৭৯/৯৫
১৫	আই আর, ও, মোকদ্দমা	৪৫/৯৫
১৬	আই, আর, ও, মোকদ্দমা	২৭১/৯৫
১৭	অভিযোগ মোকদ্দমা	১০/৯৬
১৮	আই, আর, ও, মোকদ্দমা	৮৪/৯৬
১৯	অভিযোগ মোকদ্দমা	৩৮/৯৬
২০	অভিযোগ মোকদ্দমা	৩৭/৯৬
২১	আই, আর, ও, মোকদ্দমা	৮৬/৯৬
২২	মজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা	৬৯/৯৬
২৩	আই, আর, ও, মোকদ্দমা	৩৩/৯৬
২৪	মজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা	১৪/৯৭
২৫	ফৌজদারী মোকদ্দমা	০৯/৯৭
২৬	অভিযোগ মোকদ্দমা	৩৫/৯৭
২৭	ফৌজদারী মোকদ্দমা	৩৭/৯৭
২৮	অভিযোগ মোকদ্দমা	৫৭/৯৭

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মীর মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন
(উপ-সচিব শ্রম)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),

৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মো: নং-৮/১৯৯৬
আফলাতুন, প্রাক্তন ডে: টেণ্ডল নং-৮১৩১৩
বর্তমান ঠিকানা:-

গ্রাম কমলাপুর, ডাকঘর ন্যায়মতি,
থানা সন্দীপ, জিলা চট্টগ্রাম—দরখাস্তকারী।

বরাবর

(১) বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন,
পক্ষে-(চেয়ারম্যান,)
(আভ্যন্তরীণ জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠান),
৫নং দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

(২) উপ-মুখ্য কর্মচারী ব্যবস্থাপক (বহর),
বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন,
(আভ্যন্তরীণ জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠান),
৮৫, সিরাজ দৌলা রোড, নারায়ণগঞ্জ।

(৩) উপ-কর্মচারী ব্যবস্থাপক (বহর)
বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন,
(আভ্যন্তরীণ জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠান),
৮৫, সিরাজ দৌলা রোড, নারায়ণগঞ্জ।

(৪) চীফ পার্সোনেল ম্যানেজার,
বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন,
(আভ্যন্তরীণ জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠান),
৮৫, সিরাজ দৌলা রোড, নারায়ণগঞ্জ।

(৫) ম্যানেজার পার্সোনেল, বাংলাদেশ আভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন কর্পোরেশন,
(আভ্যন্তরীণ জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠান),
৮৫, সিরাজ দৌলা রোড, নারায়ণগঞ্জ।

(৬) এসিষ্টেন্ট ম্যানেজার (পার্সোনেল)
বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন,
(আভ্যন্তরীন জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠান),
৮৫, সিরাজ দৌলা রোড, নারায়ণগঞ্জ।

(৭) মহা ব্যবস্থাপক (হিসাব),
বাংলাদেশ আভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন কর্পোরেশন,
(আভ্যন্তরীন জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠান),
৫নং দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

(৮) মহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্য),
বাংলাদেশ আভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন কর্পোরেশন,
(আভ্যন্তরীন জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠান),
৫নং দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

(৯) ম্যানেজার (কমার্শিয়াল) চলতি দায়িত্বে দায়ী শাখা,
বাংলাদেশ আভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন,
(আভ্যন্তরীন জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠান),
৫ নং দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা-১০০০।

(১০) ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার (বহর),
বাংলাদেশ আভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন,
(আভ্যন্তরীন জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠান)
৮৫, গিরাজদৌলা রোড, নারায়ণগঞ্জ—প্রতিপক্ষগণ।

উপস্থিত: মো: আব্দুর রাজ্জাক, (জেলা ও দায়রা জজ),
চেয়ারম্যান, দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

রায়ের তারিখ: ২৫-১১-৯৭

রায়

ইহা ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারায় আনীত দাখিলী একটি মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারী আকলাতুন এর বক্তব্য সংক্ষিপ্তকারে এই যে, তিনি ইং ৪-২-১৯৬১ ইং তারিখ হইতে একজন ডেক টেণ্ডল হিসাবে প্রতিপক্ষগণের অধীনে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। তাহার চাকুরী জীবন অত্যন্ত সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। তাহার সর্বশেষ মাসিক মূল বেতন ২,৩৯০ টাকা। ৩১-১২-৯৪ ইং তারিখে তাহার চাকুরীকাল ৫৭ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তিনি ৩৩ বৎসর ৯ মাস ২৪ দিন চাকুরী করতঃ ঐ তারিখে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ৯ মাস ২৪ দিন ৩৩ বৎসর ৯ মাস ২৪ দিন চাকুরীকালের জন্য আনুতোষিক প্রদানের ক্ষেত্রে ৩৪ বৎসর হিসাবে গণ্যযোগ্য হইবে। কাজেই তাহার চাকুরী জীবনের প্রতি বৎসর চাকুরীর জন্য ২ মাসের মূল বেতনের ভিত্তিতে আনুতোষিক হিসাবে মোট ২৩৯০ ২×৩৪=১,৬২,৫২০ টাকা প্রতি পক্ষগণের নিকট প্রাপ্য হন। তন্মধ্যে তিনি প্রতিপক্ষের নিকট ৪,১৬৭·৯১ টাকা দেনা আছেন। উক্ত দেনা বাদ দিলে তাহার পাওনা দাঁড়ায় ১,৫৮,৩৫২·০৯ টাকা এবং তৎমোতাবেক ৩, ৪, ৫, ও ৬ নং প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ইং ১২-৭-৯৫ তারিখের আনুতোষিক বিবরণী শিরোনামযুক্ত পত্রেও তাহার প্রাপ্য আনুতোষিক ১,৬২,৫২০ টকা উল্লেখ করা হইয়াছে। পরবর্তীতে তাহার বরাবরে ইস্যুকৃত ও স্বাক্ষরিত ২ নং প্রতিপক্ষের ৭-৮-৯৫ ইং তারিখের পত্র মোতাবেক বে-আইনীভাবে তাহার নিকট কর্পোরেশন ২৭,৯৭৪·৫০ টাকা পাওনা আছে বলিয়া উল্লেখ করা হয়। অপরদিকে ১০নং প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর সার্ভিস বুকে বে-আইনীভাবে ১৬টি ডেবিট নোট বাবদ ৫৪,৯৯২·৫৩ টাকা উল্লেখ করা হয়। পুনরায় ৮নং প্রতিপক্ষের পক্ষে ৯নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক ৭নং প্রতিপক্ষের বরাবরে স্বাক্ষরীত ও ইস্যুকৃত ইং ৯-১০-৯৫ তারিখের দাবী সংক্রান্ত ছাড়পত্র শিরোনামযুক্ত পত্রে ডেবিট নোট বাবদ কর্পোরেশন দরখাস্তকারীর নিকট ৬১,৬৪৯·৫০ টাকা পাওনা আছে বলিয়া মিথ্যা ও বে-আইনীভাবে উল্লেখ করেন। এবং পরবর্তীতে তাহার চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধের সময় তাহার পাওনা ১,৫৮,৩৯৩·০৯ টাকা হইতে চরম বে-আইনীভাবে উক্ত অর্থ কর্তন করিয়া তাহাকে ৯৭,৭১০·৫৯ টাকা পরিশোধ করেন। যাহা অত্যন্ত বে-আইনীভাবে অন্যায় ও ষড়যন্ত্রমূলক। তাহার কর্তনকৃত ৬১,৬৪৯·৫০ টাকার ব্যাপারে কোন অভিযোগ কোন দিন ছিল না এবং তাহার টাকার দাবী সংক্রান্ত ব্যাপারে কখনো কোন প্রকার কারন দর্শাইতে তাহাকে বলা হয় নাই। কাজেই, তাহার চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পর সকল ডেবিট নোট দেখানো হইয়াছে সেই ব্যাপারে তাহার চাকুরীকালে তাহাকে কোন প্রকার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া প্রতিপক্ষগন তাহার পাওনা হইতে চরম বে-আইনীভাবে ৬১,৬৪১·৫০ টাকা কাটিয়া রাখেন। কাজেই, দরখাস্তকারী উক্ত বে-আইনীভাবে কাটিয়া রাখা অর্থ ফেরত পাইতে আইনতঃ হকদার। উক্ত টাকা ফেরত প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষগণের নিকট বহুবার অনুরোধ করিয়াছেন এবং তাহা পরিশোধ করেন নাই তাই অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছেন। কাজেই, ৬১,৬৪১·৫০ টাকা তাহাকে পরিশোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদানের প্রার্থনায় ইহা মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষগণের পক্ষে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী লিখিত জবাবের ভিত্তিতে এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে। উক্ত লিখিত জবাবে এই মর্মে বক্তব্য রাখা হইয়াছে যে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে অচল বিধায় খারিজ ও না মঞ্জুরযোগ্য এবং তামাদি দোষেও বারিত।

প্রতিপক্ষের সনির্দিষ্ট মোকদ্দমা এই যে, বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি, এর একটি নিজস্ব প্রবিধান মালা ও সারকুলার আছে। সারকুলার মোতাবেক প্রতিটি ঘাটতি জনিত কেস ১৫,০০০·০০ টাকার উর্দ্ধে হইলে তদন্ত হয় এবং ১৫,০০০·০০ টাকার নীচে হইলে তদন্তের প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ তদন্ত বাধ্যতামূলক নয়। কর্তৃপক্ষের বাণিজ্যিক বিভাগ হইতে ডেবিট নোট ইস্যু করিয়া ঘাটতি মালের আনুপাতিক হিস্যা সংশ্লিষ্ট নৌযানের সকল নাবিকের নিকট হইতে ঘাটতিকৃত টাকা কর্পোরেশন আদায় করিয়া থাকেন। দরখাস্তকারী কর্পোরেশনের চাকুরীতে নিয়োজিত ১৮টি পরিবহন জনিত ঘাটতি কেসের সহিত জড়িত ও দোষী প্রমানিত হওয়ায় তাহার নিকট হইতে আনুতোষিক হিস্যা ৬১,৬৪১·৫০ টাকা ইং ১-১০-৯৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে তাহার নিকট হইতে কর্তনের আদেশ হয়। তাহার উক্ত টাকা আইনতঃ ও ন্যায়তঃ কর্পোরেশনের নিকট জমা দিতে বাধ্য বিধায় তিনি এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন। তাহার বরাবরে উক্ত ঘাটতিকৃত টাকা আদায়ের জন্য যথারীতি ডেবিট নোট ইস্যু করা হইয়াছে। তাহার চাকুরীকালে উক্ত ঘাটতির ব্যাপারে অবহিত ছিলেন। দরখাস্তকারী মেলিফেষ্ট বই অনুযায়ী মালামাল পরিবহন কালে সঠিকভাবে বুঝিয়া নেন এবং খালাসান্তে সঠিকভাবে পার্টিকে বুঝাইয়া দিতে না পারায় ঘাটতি মালের মূল্য পার্টি কর্পোরশনের বিল হইতে কর্তন করিয়া রাখায় কর্পোরেশন আর্থিক দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হন। এইরূপ ক্ষেত্রে দরখাস্তকারী সততা ও দক্ষতার সহিত কর্পোরেশনের চাকুরীতে দায়িত্ব পালন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। দরখাস্তকারীর কর্পোরেশনের নিকট ১,৬২,৫২০ টাকা আনুতোষিক হিসাবে প্রাপ্ত হন। উক্ত টাকার মধ্যে পরিবহন জনিত ঘাটতির হিস্যা ৬১,৬৪১·৫০ টাকা দাবী মানিয়া নিয়া বাকী টাকা দরখাস্তকারী কর্পোরশনের নিকট হইতে উত্তোলন করায় তিনি অত্র মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে অধিকারী নহেন। তাই অত্র মোকদ্দমাটি খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়ঃ

(১) অত্র মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত কিনা ?

(২) দরখাস্তকারী তাহার আনুতোষিক হইতে কর্তৃককৃত ৬১,৬৪১·৫০ টাকা ফেরত

পাইবার হকদার কিনা ?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

বিচার্য্য বিষয় নম্বর ১ ও ২:

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে উভয় বিচার্য বিষয় একত্রে গৃহীত হইল। দরখাস্তকারী আফলাতুন যে প্রতিপক্ষের অধীনে ডেক টেণ্ডাল হিসাবে ইং ৪-২-৬১ তারিখ হইতে ৩৩ বৎসর ৯ মাস ২৪ দিন চাকুরীরতঃ ইং ৩১-১২-৯৪ তারিখে অবসর গ্রহন করেন এই প্রসংগে কোন বিরোধ নাই। চাকুরীর বহিঃ প্রদর্শনী-১ ইহা সমর্থন করে। ইহাও স্বীকৃত যে, তাহার আনুতোষিক নির্ধারিত হয় ১,৬২,৫২০ টাকা এবং উক্ত টাকা হইতে ৬১,৬৪১·৫০ টাকা করিয়া রাখা হয়। আনুতোষিক সংক্রান্ত বিবরণ, প্রদর্শনী-২ এবং কর্তন সম্পর্কিত ছাড়পত্র প্রদর্শনী-৩ ইহা সমর্থন করে। দরখাস্তকারীর বক্তব্য এই যে, উপরে বর্ণিত কর্তন বিষয়ে

তাহার চাকুরীকালে কখনো কোন কারণ দর্শাইতে বলা হয় নাই বা তাহার বিরুদ্ধে কোন বিভাগীয় ব্যবস্থাও গৃহীত হয় নাই। উক্ত অর্থ বে-আইনীভাবে কর্তিত বা কাটিয়া রাখা হইয়াছে।

অপরদিকে দ্বিতীয় প্রতিপক্ষের বক্তব্য এই যে, দরখাস্তকারী পরিবহন জনিত ১৮টি ঘাটতি কেসের সহিত জড়িত থাকায় কর্পোরেশনের সারকুলার ও কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাহার ভানুতোষিক হইতে যথাযথভাবে তাহার হিস্যা মোতাবেক ৬১,৬৪১·৫০ টাকা কর্তনকরা হইয়াছে। মোকদ্দমাটি তামাদি ও বারিত বটে।

দরখাস্তকারী তাহার মোকদ্দমার সমর্থনে পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে এবং তাহার দাখিলী কাগজাদি যথাক্রমে প্রদর্শনী-১, ২ ও ৩ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। অপরদিকে কর্পোরেশনের পক্ষে ম্যানেজার (বহর) বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি, নারায়ণগন্জ কর্তৃক ডি, ডব্লিউ-১ হিসাবে স্বাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে এবং প্রতিপক্ষগণের দাখিলী কাগজাদি যথাক্রমে ডেবিট নোট, প্রদর্শনী-ক হইতে ক(৭) হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। দরখাস্তকারী দাবীর যথার্থতা ও সঠিকতা ও নির্ধারণের লক্ষ্যে তাহার ও প্রতিপক্ষের বক্তব্য ও সাক্ষ্যাদির ভিত্তিতে নিম্নের "ছক" অনুযায়ী প্রদর্শনী সম্পর্কিত একটি বিবরণ প্রস্তুত করা হইল।

"ছক"

ক্রমিক নং	ঘাটতি সম্পর্কিত বিবরণ	অভিযোগ	জবাব	জবানবন্দি	তদন্ত প্রতিবেদন	সতর্ককরন পত্র	ডেবিট ও নোট মূল্য আদায় পত্র	মন্তব্য
	(১) ইনভয়েস নং-১১, তাং ৪-২-৮২ (১৮৩৯ গ্যালন তৈল ঘাটতি) দাবী কেসনং তৈল-যমুনা ২-৮২-৮৩ .. .. ডেবিট নোট নং-৫৩২-১০ তারিখ ১৯-১২-৯০ ঘাটতিমূল্য ৪০,৪৫৫/৫৭ দরখাস্তকারীর হিস্যা ২,৯১৯/৯০						প্রঃকঃ	
	(২) ইনভয়েস নং-২৭, তারিখ ১০-২-৮২ (১৪৩১ লিটার তৈল ঘাটতি) দাবী কেস নং তৈল খুলনা-৫-৫-৮২-৮৩ .. .. ডেবিট নোট নং-৫৯৪/৯ তারিখ ১৯-১-৯১ ঘাটতি মূল্য ৩৩,৮১৪/৫৩ দরখাস্তকারীর হিস্যা ২,২৬৫/৮৮						প্রঃ ক(১)	

ক্রমিক নং	ঘাটতি সম্পর্কিত বিবরণ	অভিযোগ	জবাব	জবানবন্দি	তদন্ত প্রতিবেদন	সতর্ককরন পত্র ও মূল্য আদায়	ডেবিট নোট	মন্তব্য

(৩) ইনভয়েস নং-১৮৬ এবং ১৪
তারিখ ২৯-৭-৮৫ ও
৭-৮-৮৫
(ঘাটতি ৯০০৬ লিটার তৈল)
দাবী কেস নং-তৈল-
২৪/৮৫-৮৬ .. .. প্রঃক(২)
ডেবিট নোট নং-৮৮/৬
তারিখ ৫-৮-৯০
ঘাটতি মূল্য ৬২,৪১১/৫৮
দরখাস্তকারীর হিস্যা
৪১৮২/১৩

(৪) ইনভয়েস নং-৪৬ এবং
১৯৯ তারিখ ৮-৯-৮৫,
২০-৪-৮৫
(ঘাটতি ৫৬৩৯ লিটার তৈল) .. .. প্রঃক(৩)
দাবী কেস নং-তৈল
৩২-৮৫-৮৬
ডেবিট নোট নং-৫৮৮/৬
তারিখ ১৪-১-৯১
ঘাটতি মূল্য ৩৯,০৮৩/২৭
দরখাস্তকারীর হিস্যা
২,৬১৮/৯৩

(৫) ইনভয়েস নং-১৪
তারিখ ৩০-৬-৮৬
ইনভয়েস নং-৪
তাং ১৪-৭-৮৬
ইনভয়েস নং-২ তাং
১৪-৭-৮৬ .. .. প্রঃক(৪)
(ঘাটতি ৬৪২২ লিটার তৈল)
দাবী কেস নং-তৈল ১১/৮৬-৮৭
ডেভিট নোট ৩৭৭/৯২
তাং ১৭-১১-৯২
ঘাটতি মূল্য ৪৪,৪৫৭/৫০
দরখাস্তকারীর হিস্যা ৩,৫৬২/৩৬

(৬) ইনভয়েস নং-১৪৫
তাং ২০-৫-৮৬
(ঘাটতি ৪৫৪২ লিটার তৈল)

ক্রমিক নং	ঘাটতি সম্পর্কিত বিবরণ	অভিযোগ	জবাব	জবানবন্দি	তদন্ত প্রতিবেদন	সতর্ককরণ পত্র ও মূল্য আদায়	ডেবিট নোট	মন্তব্য

দাবী কেস নং তৈল-১২/৮৬-৮৭
ডেবিট নোট নং-২৩৭/৯২ .. .. প্র:ক(৫)
তাং ২০-৫-৯২
ঘাটতি মূল্য ৩২৪৭৬/৩৬
দরখাস্তকারীর হিস্যা ২৭৭৪/১৪

(৭) ইনভয়েস নং-১৭২,১৭৪
তাং ১০-৮-৮৬ এবং
১৪-৮-৮৬
(ঘাটতি ৯৫৩৬ লিটার তৈল) .. .. প্র:ক(৬)
দাবী কেস নং-তৈল ৩৮/
৮৬-৮৭
ডেবিট নোট ৬১১/৯১
তারিখ ১-১০-৯১
ঘাটতি মূল্য ৬৩,৯৮৬/৫৬
দরখাস্তকারীর হিস্যা
৪২৮৭/৬৭

(৮) ইনভয়েস নং-২৯,
তারিখ ২১-৯-৮৬
(ঘাটতি ৩৪৯৩ লিটার তৈল)
দাবী কেস তৈল ৫৫/৮৬-৮৭
ডেবিট নোট নং-৪৭০/৯ .. .. প্র:ক(৭)
তারিখ ৫-১১-৯০
ঘাটতি মূল্য ২০,৪৩৮/০৩
দরখাস্তকারীর হিস্যা
১৪৭১/৯৩

উপরোল্লিখিত "ছক" হইতে প্রতিয়মান হইতেছে যে, ডেবিট নোট প্রদর্শনী-'ক' হইতে ক(৭) সংশ্লিষ্ট ঘাটতি মূল্যের দরখাস্তকারীর হিস্যা যথাক্রমে ২,৯১১/৯০, ২,২৬৫/৮৮, ৪,১৮২/১৩, ২,৬১৮/৯৩, ৩,৫৬২/৩১, ২,৭৭৪/১৪, ৪,২৮৭/৬৭, ১,৪৭১/৯৩ সর্বমোট ২৪,০৭৪/৮৯ দেখানো হইয়াছে। পক্ষান্তরে দরখাস্তকারীর অযানুতোষিক হইতে কর্তন করা হইয়াছে ৬১,৬৪১.৫০ টাকা। এমতাবস্থায়, অবশিষ্ট ৩৭,৫৬৬.৬১ টাকার কোন ডেবিট নোট বা অন্য কোন কাগজাদি এ আদালতে ঐ প্রতিপক্ষ কর্তৃক দাখিল করা হয় নাই। ইহা ব্যতিরেকে উপরোল্লিখিত ছক হইতে আরও প্রতিয়মান হইতেছে যে, কর্তনকৃত অর্থের নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ১০ ধারায় বর্ণিত বিধান মোতাবেক দরখাস্তকারীর প্রতি কোন কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হইয়াছিল এমন কোন সাক্ষ্যাদি আদালত সম্মুখে উপস্থাপন করা হয় নাই।

যুক্তিতর্ক শুনানী কালে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন কর্তৃক ক্যাপ্টেন (অবঃ) শামসুল হক, ডেপুটি কমার্শিয়াল ম্যানেজার (জেনারেল) ইং ১-১১-৮৪ তারিখের স্বাক্ষরিত বোর্ডের সম্মুখে দেশের নিম্নস্থ প্রস্তাবের একটি খসড়া উল্লেখে বক্তব্য রাখা হয় যে ১৫০০০ (পনের হাজার) টাকার দাবী কেসের ক্ষেত্রে ডেবিট নোটের মাধ্যমে জড়িত ক্রুদের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে। উক্ত প্রস্তাব যে একটি সারকুলার বা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে ইহা প্রকাশ পাইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ উক্ত প্রস্তাবে ইহা উল্লিখিত নাই যে, ঘাটতি সংক্রান্ত কেসে জড়িত ক্রুদের নিকট হইতে কর্তনের পূর্বে কোন কৈফিয়ত তলব করা প্রয়োজন হইবে না; এমতাবস্থায়, আইনের চাহিদা মোতাবেক দরখাস্তকারীর প্রতি অত্যর আনুতোষিক হইতে কর্তনকৃত অর্থের বিপরীতে কোন কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান না করায় উক্ত কর্তন আইনানুগ হয় নাই। দাবী সংক্রান্ত ছাড়পত্র প্রদর্শনী-৩ ইং ১-১০-৯৫ তারিখে দরখাস্তকারীর নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে দেখা যায় এবং অত্র মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে ইং ১২-২-৯৬ তারিখ অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই দরখাস্তকারী কর্তৃক অত্র মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

উপরোক্ত অবস্থায় দরখাস্তকারী প্রদর্শনী-৫ মূলে কর্তনকৃত সমুদয় অর্থ ফেরত পাইতে হকদার রহিয়াছেন মর্মে অত্র আদালত কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। সুতরাং এইরূপ:

আদেশ

হইল যে অত্র মোকদ্দমা দোতরফা শুনানীতে নিঃখরচায় মঞ্জুর হইল। ১৯৩৭ সনের মজুরী পরিশোধ বিধি মালার ২২(১) ধারার বিধান মোতাবেক দরখাস্তকারীর আনুতোষিক হইতে কর্তনকৃত ৬১,৬৪১'৫০ (একষট্টি হাজার ছয়শত একচল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা) অদ্য হইতে ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে দরখাস্তকারীর অনুকূলে জমা প্রদানের নিমিত্ত প্রতিপক্ষগনকে নির্দেশ প্রদান করা হইল। অন্যথায় দরখাস্তকারী উক্ত অর্থ ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৫) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষগণ হইতে পাবলিক ডিমাণ্ড হিসাবে আদায় করিতে পারিবেন।

অত্র রায়ের ৩টি কপি সরকার বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

স্বাঃ
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান, ২৫-১১-৯৭
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
৪নং রাজউক এভিনিউ,
শ্রম ভবন, (৭ম তলা), ঢাকা।
আই, আর, ও, মোকদ্দমা নং ৯৪/৯৬
আবদুল আখের, প্রযত্নে নাজমা আক্তার,
২০০, শান্তিবাগ, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) আশরাফ ফ্যাশন লিঃ, প্রতিনিধিত্বে-ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
১নং হাজী পাড়া, ডি, আই, টি, রোড, রামপুরা, ঢাকা।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আশরাফ ফ্যাশন লিঃ,
প্রতিনিধিত্বে ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
১নং হাজীপাড়া ডি, আই, টি, রোড, রামপুরা, ঢাকা।

দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব উইং কমাণ্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান অ.কন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের বক্তব্য শুনিলাম। তাহার দাবীকৃত টাকা বুঝিয়া পাইয়াছেন বিধায় মামলাটি প্রত্যাহার করিবার প্রার্থনা করিয়াছেন। কাজেই, মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দান করিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ:

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হউক। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
২৪-১১-৯৭ ইং
দ্বিতীয় শ্রম আদালত।

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
মজুরী পরিশোধ মোঃ নং ৩৮/৯৬

(১) আঃ আজিজ খান, পিতা মৃত মোঃ ফরমান আলী খান (আহবায়ক),
(২) আঃ মান্নান, পিতা মৃত নিজাম উদ্দিন হাওলাদার (সদস্য-সচিব),
(৩) জালাল আহম্মেদ, পিতা বিল্লাল মিয়া (সদস্য),
(৪) রুহুল আমিন, পিতা মৃত মোঃ নিজাম উদ্দিন হাওলাদার (সদস্য),
(৫) আঃ ওয়াদুদ মিয়া, পিতা মৃত আফজালুর রহমান, (সদস্য),
(৬) আবু বক্কর সিদ্দিক (সদস্য),
(৭) ইব্রাহিম মিয়া, পিতা মৃত সুলতান আহমেদ ভুইয়া (সদস্য),
(৮) জামাল উদ্দিন, পিতা মৃত ঈমান উদ্দিন হাওলাদার, (সদস্য),
পক্ষে রূপালী ব্যাংক কর্মরত গার্ড সঞ্চয় সমিতি,
ঢাকা দক্ষিণ অঞ্চল, সাং ৫১ নর্থ ব্রুক হল রোড,
থানা সুত্রাপুর, জেলা ঢাকা।—বাদীপক্ষগণ।

বনাম

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপালী ব্যাংক লিঃ,
(২) মহাব্যবস্থাপক (পিডি), রূপালী ব্যাংক লিঃ,
(৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক (পিডি), রূপালী ব্যাংক লিঃ,
সর্ব সাং রূপালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়,
৩৪, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
থানা মতিঝিল, জেলা ঢাকা।—বিবাদীপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৩ তারিখ ৩০-১১-৯৭ইং

দরখাস্তকারী আবদুল আজিজ খান ও অপর ৭জন কর্তৃক তাহাদের অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত ভাতা প্রাপ্তির অনুকূলে ডিক্রী ও বাংলাদেশের অন্যান্য ব্যাংক শাখার মত রূপালী ব্যাংক লিঃ এর প্রতিটি শাখায় ১জন নিরাপত্তা রক্ষীর বদলে ৩জন করিয়া নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগের নিমিত্তে আদেশ প্রদানের প্রার্থনায় ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারায় অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করা হইয়াছে।

দরখাস্তকারীগণের মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তকারে এই যে, তাহারা বহু বৎসর ধরিয়া রূপালী ব্যাংক লিঃ এর বিভিন্ন শাখায় গার্ড বা নিরাপত্তা রক্ষী হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন। তাহাদেরকে ২৪ ঘন্টার জন্য কর্তব্য পালন করিতে হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে তাহাদের কোন ছুটি বা অবকাশ দেওয়া হয় না। তাহাদের বাড়তি শ্রমের জন্য নাম মাত্র মাসিক ৪২৫ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। ইহা শ্রম আইন পরিপন্থি। ২৬-৮-১৯৭৮ ইং তারিখের সারকুলার নম্বর প্রকা/প্রশা/৩৮ দ্বারা প্রতি নিরাপত্তা প্রহরীর দৈনিক কাজ ৮ ঘন্টা বাধ্যতামূলক করা হয় এবং প্রতিটি শাখায় ৩জন করিয়া নিরাপত্তা প্রহরীর দৈনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে বন্টন করা হয়। উল্লেখিত সার্কুলারটিতে দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজ বাদে অতিরিক্ত কাজের জন্য অধিকাল ভাতা প্রদানের ও বিধান করা হয়। কিন্তু ১৯৮১ সালের পর হইতে উক্ত নিয়মাবলী ভংগ করিয়া দরখাস্তকারীগণকে কোন সংবাদ বা নোটিশ প্রদান না করিয়া দ্বিতীয় পক্ষ সম্পূর্ণ অন্যায় ও আইন বহির্ভূতভাবে তাহাদের ন্যায় অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া প্রতিটি ব্যাংক শাখায় ৩ জনের বদলে ১ জন নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগ করিয়াছেন। এমতাবস্থায়, ১-৬-৯৬ ইং তারিখে ইহার বিরুদ্ধে রেজিষ্ট্রিযোগে ১ খানি আইনগত নোটিশ পাঠানো হয়। ১৭-৬-৯৬ ইং তারিখ উক্ত নোটিশ দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রাপ্তির তারিখ হইতে অত্র মোকদ্দমার কারণ উদ্ভব হইয়াছে বিধায় ৫ টাকার কোর্ট ফি প্রদান করিয়া দরখাস্তকারীগণ কর্তৃক উপরে বর্ণিত প্রার্থনায় অত্র মোকদ্দমা ১৮-৯-৯৬ইং তারিখ দায়ের করা হয়। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক মোকদ্দমার রক্ষণীয়তা বিষয়ে শুনানী গ্রহণের নিমিত্তে ১টি লিখিত দরখাস্ত দাখিল করা হয়। উক্ত দরখাস্ত এই মর্মে উল্লেখ করা হয় যে, উহা ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারায় রক্ষণীয় নহে। উহাতে আরও উল্লেখ করা হয় যে দরখাস্তকারীগণের দরখাস্তে বর্ণিত প্রার্থনা মোতাবেক অতিরিক্ত শ্রমের নিমিত্তে ওভার টাইমের ডিক্রি প্রদান ও ব্যাংকের প্রতিটি শাখায় ১ জনের পরিবর্তে ৩জন নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োগের নির্দেশ প্রদানের আবেদন উপরে বর্ণিত আইনের ১৫)২) ধারার আওতায় বহির্ভূত বিধায় অত্র মোকদ্দমা রক্ষণীয় নহে। এমতাবস্থায়, ২১-৮-৯৭ ইং তারিখে ১নং দরখাস্তকারী জনাব আজিজ খানের স্বাক্ষরযোগে মূল আরজি সংশোধনের প্রার্থনা করা হইয়াছে।

বিচার্য বিষয় :

(১) মোকদ্দমাটি অত্র আদালতের রক্ষণীয় কি না ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

আমি উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিলাম এবং মূল আরজীসহ সংশোধনী দরখাস্তের বক্তব্য দেখিলাম। দরখাস্তকারীগণ কর্তৃক তাহাদের দরখাস্তের ৯(ক) ও (খ) প্যারায় নিম্নে বর্ণিত প্রার্থনা করা হইয়াছে।

(ক) বাদীগণ যাহাতে তাহাদের অতিরিক্ত কাজের জন্য শ্রম আইনের বিধানমতে অতিরিক্ত ভাতা পাইতে পারে তৎমর্মে বাদীগণের অনুকূলে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয় এবং

(খ) বাংলাদেশের অন্যান্য ব্যাংক শাখার মত রূপালী ব্যাংক লিঃ এর প্রতিটি শাখায় ১জন নিরাপত্তা রক্ষীর বদলে ৩জন করিয়া নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগ প্রদানের আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়”

মোকদ্দমাটির কারণের উদ্ভব দেখানো হইয়াছে ১৭-৬-৯৬ ইং তারিখে এবং উহা দায়ের করা হয় ১৮-৯-৯৬ তারিখ অপরদিকে আরজী সংশোধনের নিমিত্তে দরখাস্ত দেওয়া হয় ১১-৮-৯৭ ইং তারিখে। উক্ত আরজী সংশোধনের দরখাস্তের ৫ অনুচ্ছেদের ক,খ,গ,ঘ,ঙ, নিম্নে বর্ণিত হইল।

(ক) বিবাদী পক্ষ কলামে (১) রূপালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ৩৪, দিলকুশা থানা মতিঝিল, ঢাকা বসিবে এবং উক্ত কলমে ১। এর স্থলে ২ হইবে, এর স্থলে ৩ হইবে এবং ৩ এর স্থলে ৪ হইবে।

(খ) বাদীগণের আরজীর ৬নং অনুচ্ছেদে “যেহেতু” বাদীগণবাধ্য হইলেন বাদ যাইবে উহার স্থলে' ৮ ঘন্টার স্থলে ২৪ ঘন্টা কাজ করায় অতিরিক্ত কাজের জন্য অধিক কাল ভাতা শ্রম আইন, দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন, ফ্যাক্টরী আইন, অনুসারে বাদীগণ নিম্নলিখিত বর্ণনা অনুসারে পাইতে হকদার। বাদীগণের ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ৫ ধারার অর্জিত পাওনা ১৫ ধারামতে প্রদান করিতে বিবাদীগণ বাধ্য বটে। (যাহা আলাদা আলাদা শীটে বিস্তারিত দেখানো হইল)।

১নং বাদীর ১৯৮১ সনের মে মাস হইতে ১৯৯৭ সনের জুলাই পর্যন্ত অধিকাল

ভাতা—	ঐ	১৩,০৪,৫৫৯
২ নং বাদীর	ঐ	১১,৭০,১৭২
৩নং বাদীর	ঐ	১২,১৭,০৭৪
৪নং বাদীর	ঐ	১০,৯৬,৩৭৬
৫নং বাদীর	ঐ	১২,০৩,৯১৬
৬নং বাদীর	ঐ	১২,৯৯,০৭৭
৭নং বাদীর	ঐ	৮,৭১,০২৯
৮নং বাদীর	ঐ	৯,১৪,৭৪২
	মোট	৯০,৭৪,৯৪৫

(নব্বই লক্ষ চুয়াত্তর হাজার নয় শত পয়তাল্লিশ টাকা মাত্র)

উল্লেখ্য যে, বিবাদীগণ বিভিন্ন সময়ে সার্কুলার দ্বারা বাদীগণকে যে পরিমাণ অধিকাল ভাতা প্রদান করিয়াছেন তাহা অত্র হিসাবে যোগ করা হয় নাই। অর্থাৎ প্রদত্ত অধিককাল বাদেই বাদীগণ উপরের হিসাবে অনুসারে অধিককাল ভাতা পাইবেন।”

(গ) ৭নং অনুচ্ছেদের পরে ৭(ক) বাদীগণ প্রতি মাসেই তাহাদের অর্জিত অধিককাল ভাতা প্রদানের জন্য বিবাদীগণকে বহুবার লিখিত/মৌখিকভাবে অনুরোধ করিয়াছে কিন্তু বিবাদীগণ সার্কুলারের বাহিরে কিছু করিতে পারিবেনা বলায় এবং আইন অনুসারে প্রাপ্য হইলে প্রদান করা হইবে আশ্বাস মৌখিকভাবে প্রদান করায় বাদীগণের মোকদ্দমা দায়ের করিতে বিলম্ব হইল। তাই বাদীগণ অত্র মোকদ্দমা দায়েরের বিলম্বের কারণ মওকুফ প্রার্থনা করিতেছে।”

(ঘ) আরজীর ৯(ক) অনুচ্ছেদে ২ লাইন অতিরিক্ত ভাতা বাবদ-৯০,৭৪,৯৪৫ টাকা পাইতে পারে বসিবে।

(ঙ) আরজীর ৯(খ) অনুচ্ছেদ সম্পূর্ণ বাদ যাইবে উহার স্থলে "৯(খ) বাদীগণের প্রাপ্য ৯০,৭৪,৯৪৫ টাকা প্রদানের জন্য বিবাদীগণকে নির্দেশ দিতে এবং উক্ত আইনের বিধান মতে ২৫% ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিতে আজ্ঞা হয়" শব্দগুলি বসিবে।

সেমতে প্রার্থনা যে অত্র মোকদ্দমা আরজী সংশোধনের আদেশ দিয়া ন্যায় বিচার করিতে আজ্ঞা হয়। অন্যথায় বাদীগণের অপূরনীয় ক্ষতি হইবে।"

আরজীতে উল্লিখিত ৯(ক) এবং ৯(খ) অনুচ্ছেদের বক্তব্য মতে ইহা স্বীকৃত যে, ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারার বিধান মোতাবেক অত্র আদালত কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া চলে না। ইহা ব্যতিরেকে আমি আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি যে এই পর্যায়ে আরজী সংশোধনের প্রার্থনা, মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে অত্র মোকদ্দমার আনার ও প্রকার সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। কাজেই, আরজী সংশোধনের দরখাস্তটি এই পরিস্থিতিতে অত্র আদালতে গ্রহণযোগ্য নহে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে অত্র মজুরী পরিশোধ সংক্রান্ত মোকদ্দমাটি দুতরফা শুনানী অন্তে নিঃ খরচায় রক্ষণীয় নহে বিধায় খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি রুপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান(দায়রা জজ),
৩০-১১-৯৭
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মোঃ নং-০৯/৯৬

ইমান আলী, প্রাক্তন লস্কর নং-৮৪৩৭৩,
ঠিকানা : -
গ্রাম সাতমরিয়া, ডাকঘর শিরের হাট,
থানা সন্দ্বীপ, জেলা চট্টগ্রাম।—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন কর্পোরেশন,
পক্ষে চেয়ারম্যান,
(আভ্যন্তরীণ জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠান),
৫নং দিলকুশা বাণিজ্যিক, এলাকা
ঢাকা-১০০০।

(২) উপ-মুখ্য কর্মচারী ব্যবস্থাপক (বহর),
বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন,
(আভ্যন্তরীন জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠান),
৮৫, সিরাজ দৌলা রোড, নারায়ণগঞ্জ।

(৩) চীফ পার্সোনেল ম্যানেজার,
বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন,
(আভ্যন্তরীণ জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠান),
৮৫। সিরাজ দৌলা রোড, নারায়ণগঞ্জ।

(৪) ম্যানেজার (পার্সোনেল)
বাংলাদেশ আভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন কর্পোরেশন,
আভ্যন্তরীণ জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠান),
৮৫, সিরাজ দৌলা রোড, নারায়ণগঞ্জ।

(৫) এসিষ্টেন্ট ম্যানেজার (পার্সোনেল),
বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন,
(আভ্যন্তরীণ জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠান),
৮৫, সিরাজ দৌলা রোড, নারায়ণগঞ্জ।

(৬) মহা-ব্যবস্থাপক (হিসাব),
আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন,
(আভ্যন্তরীণ জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠান),
৫নং দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা-১০০০।

(৭) মহা-ব্যবস্থাপক (বাণিজ্য),
আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন,
(আভ্যন্তরীণ জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠান),
৫নং, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,

(৮) ম্যানেজার (কর্মাশিয়াল) চলতি দায়িত্বে দায়ী শাখা,
আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন,
(আভ্যন্তরীণ জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠান),
৫নং দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।—প্রতিপক্ষগণ।

উপস্থিত: মো: আবদুর রাজজাক, (জেলা ও দায়রা জজ),
চেয়ারম্যান, দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

রায়ের তারিখ :-২৫/১১/৯৭

রায়

ইহা ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারায় আনীত একটি মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারীর বক্তব্য সংক্ষিপ্তকারে এই যে, তিনি ইং ১৫-১১-১৯৬২ তারিখ হইতে প্রতিপক্ষগণের প্রতিষ্ঠানে লস্কর হিসাবে চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন। ৩১-১২-৯৪ ইং তারিখে তাহার চাকুরীকাল ৫৭ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তিনি চাকুরী হইতে অবসর প্রাপ্ত হন। তাহার মোট চাকুরীকাল ৩১ বৎসর ৩ মাস। তাহার সর্বশেষ মাসিক মূল বেতন ছিল ২,৩৯০ টাকা। প্রতি বৎসর চাকুরীর জন্য ২ মাসের মূল বেতনের ভিত্তিতে তাহার আনুতোষিক হিসাবে মোট ২৩৯০×২×৩১=১,৪৮,১৮০.০০ টাকা তিনি প্রতিপক্ষগণের নিকট প্রাপ্য হন। তন্মধ্যে তিনি প্রতিপক্ষের নিকট ৫,২২৫.৪৮ টাকা দেনা আছেন। কাজেই উক্ত দেনা বাদ দিলে তাহার পাওনা দাড়ায় ১,৪২,৯৫৪.৫১ টাকা। তৎমোতাবেক ৩,৪ ও ৫নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ইং ১২-০৭-৯৫ তারিখের আনুতোষিক বিবরণী শিরোনামযুক্ত পত্রেও তাহার প্রদান যোগ্য আনুতোষিক ১,৪৮,১৮০.০০ টাকা বলিয়া উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীতে ২নং প্রতিপক্ষের ১২-৯-৯৫ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে তাহার নিকট কর্পোরেশন মোট ১০,৯৪৮.০৯ টাকা পাওনা আছে বলিয়া উল্লেখ করা হয়। পুনরায় ৭নং প্রতিপক্ষের পক্ষে ৯নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক ৬নং প্রতিপক্ষের বরাবরে স্বাক্ষরিত ও ইস্যুকৃত ইং ১-১০-৯৫ তারিখের দাবী সংক্রান্ত 'ছাড় পত্র' শিরোনামযুক্ত পত্রে ডেবিট নোট বাবদ কর্পোরেশন তাহার নিকট মোট ৭০ ৭৫২.২৮ টাকা পাওনা আছে বলিয়া উল্লেখ করা হয় এবং পরবর্তীতে তাহার চূড়ান্ত পাওন ১ ৪২ ৯৫৪.৫১ টাকা হইতে চরমবে-আইনীভাবে ৭১০৮৭.৭৭ টাকা কাটিয়া রাখিয়া তাহাকে, ৭১,৮৬৬.৭৪ টাকা পরিশোধ করা হয়। তাহার চাকুরী জীবনে ডেবিট নোট বাবদ ৭০,৭৫২.২৮ টাকার না ৭১,০৮৭.৮৮৭৭ টাকার কোন অভিযোগ কোন দিন তাহার বিরুদ্ধে আনয়ন করা হয় নাই বা তৎসংক্রান্ত ব্যাপারে কখনো তাহার নিকট কোন কারণ দর্শানো হয় নাই তাহার চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পর তাহার বিরুদ্ধে যে সকল ডেবিট নোট দেখানো হইয়াছে তৎসংক্রান্ত তাহার চাকুরীকালীন সময় তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দিয়া প্রতিপক্ষগণ তাহার পাওনা হইতে বে-আইনীভাবে মোট ৭১,০৮৭.৭৭ টাকা কর্তন করিয়া রাখিয়াছেন। কাজেই, উক্ত কর্তনকৃত টাকা ফেরত প্রদানের নির্দেশের প্রার্থনায় প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

অপরদিকে বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি পক্ষে চেয়ারম্যান, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক লিখিত বর্ণনাযোগে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তকারে লিখিত বর্ণনাতে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে এবং তামাদি দোষে বারিত বলিয়া ইহা চলিতে পারে না। দ্বিতীয় পক্ষের সুনির্দিষ্ট মোকদ্দমা এই যে, বি, আই, ডব্লিউ, টি, সির একটি নিজস্ব প্রবিধান মালা ও সার-কুলার আছে। সারকুলার মোতাবেক প্রতিটি ঘাটতিজনিত কেস ১৫,০০০.০০ টাকার উর্দ্ধে হইলে তদন্ত হয় এবং ১৫,০০০.০০ টাকার নীচে হইলে তদন্তের প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ তদন্ত বাধ্যতামূলক নহে। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তক্রমে বাণিজ্যিক বিভাগ হইতে ডেবিট নোট ইস্যু করিয়া ঘাটতি মালের আনুপাতিক হিস্যা সংশ্লিষ্ট নৌযানের সকল নাবিকদের নিকট হইতে ঘাটতিকৃত টাকা কর্পোরেশন আদায় করিয়া থাকেন। যেহেতু দরখাস্তকারী কর্পোরেশনের চাকুরীতে নিয়োজিত থাকাকালীন ১৬টি পরিবহনজনিত ঘাটতি কেসের সহিত জড়িত ছিলেন এবং উহার মধ্যে কিছু ঘাটতি কেসে তাহাকে শো-কজ করা হইয়াছে। তিনি উহার কয়েকটি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং তদন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তদন্তে তিনি জবানবন্দি প্রদান করিয়াছেন। তদন্ত কমিটি তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া কর্পোরেশনের বাণিজ্যিক বিভাগ কর্তৃক ডেবিট নোট ইস্যু করা হইয়াছে এবং কিছু কিছু কেসে সংশ্লিষ্ট নৌযানের ভারপ্রাপ্ত সারেংকে শো-কজ করা হয়। ভারপ্রাপ্ত মাষ্টার লিখিত জবাব প্রদান করিয়াছেন এবং তদন্ত কমিটির সম্মুখে জবানবন্দি প্রদান করিয়াছেন। তদন্ত কমিটি দোষী সাব্যস্ত করায় কর্পোরেশনের বাণিজ্যিক বিভাগ কর্তৃক ডেবিট নোট ইস্যু করা হয়। দরখাস্তকারীর ঘাটতির আনুপাতিক হিস্যা ৭১,০৩৭.৭৮ টাকা চাকুরীরত থাকা অবস্থায় কর্পোরেশনের নিকট উক্ত টাকা পরিশোধ না করায় ১-১০-৯৫ ইং তারিখের দাবী সংক্রান্ত ছাড়পত্রের মাধ্যমে উক্ত টাকা তাহার নিকট

হইতে কর্তন করিয়া রাখার এবং উক্ত কর্তনকৃত টাকা স্বীকার করিয়া নিয়া বাকী টাকা কর্পোরেশন হইতে গ্রহণ করায় তিনি অত্র মামলায় কোন প্রতিকার পাইবার অধিকারী নহেন বিধায় তাহার অত্র মামলা খারিজ ও না মঞ্জুর যোগ্য। যেহেতু দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়া উক্ত ঘাটতিকৃত টাকা আদায়ের জন্য যথারীতি ডেবিট নোট ইস্যু করা হইয়াছে। কাজেই তাহার দাবী অগ্রহণ যোগ্য। সরকারী আদেশের প্রেক্ষিতে তাহার বেতন সমতার কারণে তৎকর্তৃক কর্পোরেশন হইতে অতিরিক্ত গ্রহণকৃত আনুতোষিক ফরমে বিভিন্ন খাতে ১০,৯৪৮.০৯ টাকা আইনানুভাবে কর্তন করায় দরখাস্তকারী কোন প্রতিকার পাইতে অধিকারী নহেন। এমতাবস্থায়, দরখাস্তকারীর মোকদ্দমাটি খরচসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়:

(১) অত্র মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত কিনা?

(২) দরখাস্তকারী তাহার আনুতোষিক হইতে কর্তনকৃত ১১,০৮৭.৭৭ টাকা ফেরত পাইবার হকদার কিনা?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত:

বিচার্য বিষয় নম্বর-১ ও ২:

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে উভয় বিচার্য বিষয় একত্রে গৃহীত হইল। দরখাস্তকারী ইমান আলী যে প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানে নকল হিসাবে ১৫-১১-৬২ ইং তারিখ হইতে ৩১ বৎসর ৩ মাস চাকুরী করতঃ ৩১-১২-৯৪ ইং তারিখে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহন করিয়াছেন এই প্রসংগে কোন বিরোধ নাই। চাকুরীর বহিঃ প্রদর্শনী-১, আনুতোষিক বিবরন, প্রদর্শনী-২ ইহার সমর্থন করে। তাহার আনুতোষিক বাবদ ১,৪৮,১৮০ টাকা অনুমোদন হয় ইহাও প্রদর্শনী-২ কর্তৃক সমর্থিত এবং এই প্রসংগে কোন বিরোধ নাই। দাবী সংক্রান্ত ছাড়পত্র, প্রদর্শনী-৩ এর ভিত্তিতে ১১,০৩৭.৭৮ টাকা ডেবিট নোট বাবদ কর্তনের আদেশ হইয়াছে দেখা যায়। প্রদর্শনী-২ এর ভিত্তিতে আরও দেখা যায় যে, এন,এস,পি,এস অগ্রিম ১০০০, ঈদ বোনাস ৮৪ টাকা-৬০৪=৫০% ঈদ বোনাস ৮৮ টাকা ৫৫৫, বেতন খাতে অতিরিক্ত গ্রহন-৩,০৬৬/৪৮ ভবিষ্যৎ তহবিল ঋণ-৫,৫০০ এবং ১৯৭৭ সনের ঈদ অগ্রিম ৫০ ভবিষ্যৎ তহবিলের চাঁদা-১৭২/৬১ টাকা একুনে ১০,৯৪৮.০৯ টাকা কর্তনের আদেশ রহিয়াছে দেখা যায়।

দরখাস্তকারীর আরজির বক্তব্য মোতাবেক তিনি কোন ঘাটতি সংক্রান্ত কেস তাহার চাকুরী জীবনে ডেবিট নোট বাবদ কোন অভিযোগ কোন দিন ছিল না এবং কখনো তাহার প্রতি কোন প্রকার কারন দর্শানো হয় নাই। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের লিখিত জবাব মোতাবেক দরখাস্তকারী ১৬টি পরিবহন জনিত ঘাটতি কেসের সহিত জড়িত ছিলেন এবং কতিপয় শো-কজের জবাবও তিনি দাখিল করিয়াছেন ও তদন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি তদন্ত কমিটির সম্মুখে জবানবন্দি প্রদান করিয়াছেন। দরখাস্তকারী তাহার বক্তব্যের সমর্থনে পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে এবং প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন কর্তৃক সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের জবানবন্দি ও জেরা রেকর্ড করা হইয়াছে। পক্ষগণের পরস্পরের বক্তব্য ও সাক্ষ্যাদির ভিত্তিতে ঘাটতি সংশ্লিষ্ট কর্তন সংক্রান্ত বিবরণ নিম্নে "ছক" আকারে প্রদর্শিত হইল:

ক্রমিক নং	ঘাটতি সম্পর্কিত বিবরণ	অভিযোগ	জবাব	জবানবন্দি	প্রতিবেদন (তদন্ত)	সতর্ককরণ পত্র ও মূল্য আদায় পত্র	ডেবিট নোট	মন্তব্য
(১)	ইন ভয়েস নং-৮১/৬ তাং ২৮-১০-৮১ দাবী কেস নং-খাদ্য-কে/এন/৮৯/৮১-৮২ ডেবিট নোট নং-১৯৮/৬ তাং ১২-৪-৮৮ কর্তনকৃত অর্থ-১,৯৯৯.৩১	প্রঃক	প্রঃখ	প্রঃগ	প্রঃঘ	প্রঃঙ	প্রঃচ	
(২)	ইনভয়েস নং ১১৩/৪৬ তাং ২৫-১০-৮১ (৩৩১৮ বস্তা গম) দাবী কেস নং-খাদ্য/কেএ/কে/৫৯/৮১-৮২ ডেবিট নোট নং-৩০/৬ তাং ১১-৪-৮৯ কর্তনকৃত অর্থ-৭,৮৪১/৬১	প্রঃক	প্রঃখ	প্রঃগ(১)	প্রঃঘ	প্রঃঙ(১)	প্রঃচ(১)	
(৩)	ইনভয়েস নং-২৪৯/১১১৭৩৪ তারিখ ১২-১১-৮২ (৭৫ মন ৩৬সের ১৪ ছটাক) দাবী কেস নং-খাদ্য/কেএ/কে/৩১/৮২-৮৩ ডেবিট নোট নং-৫১/২,তাং ১১-৮-৮৯ কর্তাকৃত অর্থ-৫,৭২১.৪৯	প্রঃক	প্রঃখ	প্রঃগ(২)	প্রঃঘ	প্রঃঙ(২)	প্রঃচ(২)	

ক্রমিক নং	ঘাটতি সম্পর্কিত বিবরণ	অভিযোগ	জবাব	জবাবদি	প্রতিবেদন (তদন্ত)	সতর্ককরণ পত্র ও মূল্য আদায় পত্র	ডেবিট নোট	মন্তব্য
(৪)	ইনভয়েস নং-১০৬/২৯২৩৯ তারিখ ২২-১২-৮২ দাবী কেস নং-খাদ্য/কেএ/কে/৪৫/৮২-৮৩ ডেবিট নোট নং-৮০/৩ তাং ৩১-৮-৯৫ কর্তনকৃত অর্থ-১১০৩০·৪২	প্রঃক(১)	প্রঃখ(১)	প্রঃগ(৩)	প্রঃঘ(১)	প্রঃঙ(৩)	প্রঃচ(৩)	
(৫)	ইনভয়েস নং-১৬৬/৪৮ তাং ৩-১১-৮১ (১৬৩ মন ৫ সের ৬ ছটাক পাম ওয়েল) দাবী কেস নং-খাদ্য/কে/১০৯/৮১-৮২ ডেবিট নোট নং-৪২১/৬ তারিখ ২৮-১০-৯০ কর্তনকৃত অর্থ,১১/২৯১·০৩	প্রঃক(২)			প্রঃঘ(৩)	প্রঃঙ(৪)	প্রঃচ(৪)	
(৬)	ইনভয়েস নং-২৩৩ তাং ৪-১২-৮০ দাবী কেস নং-কেএ/এম/২৩০/৮০-৮১ ডেবিট নোট নং-৩২২/৪ তারিখ-১৫-৬-৮৬ কর্তনকৃত অর্থ-৭০১	প্রঃক(৩)					প্রঃচ(৫)	

উপরে বর্ণিত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারীকে ১৬টি ঘাটতি কেসের সহিত সম্পৃক্ত দেখাইয়া প্রতিপক্ষ জবাব দাখিল করা হইলেও ৬টি কেসের ডেবিট নোট, প্রদর্শনী হইতে চ(৫) ইস্যু করা হইয়াছে দেখা যায়। উক্ত ৬টি ঘাটতি কেস সংক্রান্ত জড়িত অর্থের পরিমান ৩৮৫৮৪.৮৬ টাকা। পি, ডব্লিউ-১ ইমান আলী কর্তৃক তাহার জেরার সাক্ষ মর্মে স্বাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি ৩টি ঘাটতির ব্যাপারে প্রদর্শনী-সিরিজ মূলে চার্জসীট করা হয় এবং তিনি প্রদর্শনীসমূহ মূলে জবাব প্রদান করেন। প্রদর্শনী-প সিরিজ মূলে তিনি জবানবন্দি প্রদান করেন। প্রদর্শনী-ঘ এবং গ-তে তিনি স্বাক্ষর করেন। প্রদর্শনী-খ(১) এবং গ(১), গ(২), গ(৩)হিসাবে প্রমান করেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষের পক্ষের ডি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন তাহার জবান বন্দির সাক্ষ্যে বলেন যে, ১৬টি ঘাটতি কেসের মধ্যে দরখাস্তকারীকে ৬টি কেসে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়। উক্ত ৬টি কেসের মধ্যে তিনি ৪টি কেসে শো-কজের জবাব প্রদান করেন এবং তদন্ত কমিটির সম্মুখে জবানবন্দি প্রদান করেন। বাকী ২টি কেসে দরখাস্তকারী কোন জবাব দেয় নাই। আমরা উপরে বর্ণিত ঘাটতি সংক্রান্ত 'ছকের' বিবরণী পর্যালোচনায় দেখিতে পাই যে, ক্রমিক নং ১, ২ ও ৩-এ উল্লেখিত ইনভয়েস সম্পর্কে দরখাস্তকারীর বরাবর যে অভিযোগ দেওয়া হয় তৎপ্রসংগে তিনি প্রদর্শনী-খ মূলে জবাব প্রদান করেন এবং একই ভাবে ৪নং ক্রমিকে উল্লেখিত ৪, ৫ ও ৬নং ক্রমিকে উল্লেখিত ইনভয়েস সংক্রান্তে দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রদর্শনী খ(১) মূলে জবাব প্রদান করা হয় এবং অপর ৫ ও ৬ নং ক্রমিকে উল্লেখিত ইনভয়েস সংক্রান্ত দরখাস্তকারী বরাবর অভিযোগ ইস্যু করা হইলেও উহার প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী কর্তৃক যে জবাব দেওয়া হইয়াছিল এইরূপ কোন জবাব আদালত সম্মুখে উপস্থাপিত হয় নাই। তবে ৫নং ক্রমিকে উল্লেখিত প্রদর্শনী-ক(২) এর প্রেক্ষিতে তদন্তকারী কর্তৃকর্তা কতৃক প্রদর্শনী ঘ(৩) তদন্ত প্রতিবেদন এবং এর মূল্য আদায় ও সতর্কীকরণ পত্র, প্রদর্শনী ঙ(৪)। উক্ত প্রদর্শনীসমূহ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উহা নূর হোসেনের নামীয় এবং এই সকল কাগজাদি হইতে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় না যে, ইমান আলীকে ইনভয়েস নং-১৬৬/৪৮, তারিখ, ৩-১১-৮১ মালামাল ঘাটতি সম্পর্কে শোকজ বা তদন্তে দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছিল। একইভাবে ৬ন ক্রমিকের ইনভয়েস নং ২৩৩,তারিখ ৪-১২-৮০ সম্পর্কিত মালামাল ঘাটতি প্রসংগে দরখাস্তকারী বরাবর অভিযোগ প্রেরণ করা হইয়াছে মর্মে পরিদৃষ্ট হইলেও দরখাস্তকারী যে জবাব দিয়াছে বা তৎসংশ্লিষ্ট তদন্ত বা জবানবন্দি গ্রহণ করা হইয়াছে এই সম্পর্কে কোন কাগজাদি আদালত সম্মুখে উপস্থিত করা হয় নাই। আমি মথিতে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি যে, উপরে বর্ণিত 'ছকের' ১ হইতে ৪নং ক্রমিকে উল্লিখিত ঘাটতি কেসসমূহ ব্যতিরেকে আর কোন ঘাটতির নিমিত্ত দরখাস্তকারীর আনুতোষিক হইতে কর্তন করা আইন সিদ্ধ নহে। এই ৪টি ক্রমিকে উল্লেখিত কেসে ঘাটতি কর্তনযোগ্য অর্থের পরিমান ২৬,৫৯২.৮৩ টাকা। ইহা ব্যতিরেকে প্রদর্শনী-২এর ভিত্তিতে অতিরিক্ত উত্তোলন সম্পর্কে ১০,৯৪৮.০৯ টাকা কর্মন করা হইয়াছে তাহা যে সঠিক নহে ইহা প্রমানের নিমিত্ত দরখাস্তকারী কর্তৃক কোন উপযুক্ত প্রমানাদি দাখিল করা হয় নাই। কাজেই, উপরোক্ত (১০,৯৪৮.০৯ টাকা) অর্থ কর্তনের আদেশ যে বেআইনী ইহা বলা যাইবে না। সুতরাং মোট কর্তন ৭১,০৩৭.৭৮ হইতে (২৬,৫৯২.৮৩+১০,৯৪৮+০৯ ৩৭,৫৪০.৯২ টাকা বাদ দেওয়া হইলে অবশিষ্ট ৭১,০৩৭.৭৮) (৩৭,৫৪০.৯২) ৩৩,৪৯৬.৮৬ টাকা দরখাস্তকারী ফেরত পাইতে আইনতঃ হকদার রহিয়াছে মর্মে নির্ধারিত হইল। প্রদর্শনী-৩ এর ভিত্তিতে ইং ১-১০-৯৫ তারিখে কর্তনের আদেশ দেওয়া হইয়াছে দেখা যায় এবং দরখাস্তকারী কর্তৃক ইং ১৮-২-৯৬ তারিখে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে। অতএব, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মোকদ্দমাটি দায়ের করায় ১নং বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হইল। সুতরাং এইরূপ ;

আদেশ

হইল যে, মোকদ্দমাটি দোতরফা শুনানীতে নিঃখরচায় আংশিক মঞ্জুর হইল। ১৯৩৭ সনের মজুরী পরিশোধ বিধিমালার ২২ (১) ধারার বিধান মোতাবেক দরখাস্তকারীর আনুতোষিক হইতে কর্তনকৃত অর্থের মধ্যে ৩৩,৪৯৬·৮৬ টাকা অদ্য হইতে ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর কার্যালয় দরখাস্তকারীর অনুকূলে জমা প্রদানের নিমিত্ত প্রতিপক্ষগণকে নির্দেশ দেওয়া হইল। অন্যথায় দরখাস্তকারী উক্ত অর্থ ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৫) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষগণ হইতে পাবলিক ডিমাণ্ড হিসাবে আদায় করিতে পারিবেন।

অত্র রায়ের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রমভবন, (৭মতলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৫৭/৯৭

প্রবির কুমার বিশ্বাস,
পিতা—পলিন কুমার বিশ্বাস,
গ্রাম—বাঁহরা, পোঃ বোয়ালমারী,
জেলা—ফরিদপুর।
বর্তমানে
ইসলামপুর, থানা ডেমরা, ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) মুন্নু সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ
প্রতিনিধিত্বে ইহার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
৯, ওয়ারী ষ্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা।

(২) জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন)
মুন্নু সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রীজ,
৯, ওয়ারী ষ্ট্রীট, ঢাকা—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৪ তারিখ ১৯-১১-৯৭

মামলাটি নোটিশ জারীর জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। প্রথম পক্ষের ইং ২৩-১০-৯৭ তারিখের দাখিলী নামলা প্রত্যাহার করিবার দরখাস্ত পেশ করা হইল। নথি দেখিলাম। মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা
১৯-১১-৯৭ ইং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং ৮৫/৯২

মোঃ আবুল বাসার,
পিতা—মোঃ রংগু মিয়া,
গ্রাম বিরাছিমপুর, ডাকঘর কাশতপুর বাজার-
থানা সেনবাগ, জেলা, নোয়াখালী—প্রথম পক্ষ

বনাম

আর, কে, ইণ্ডাষ্ট্রীজ (ম্যাচ ফ্যাক্টরী), এর
পক্ষে ইহার সচিব,
ঠিকানা :
৩৯, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা (৪র্থ তলা),
থানা—মতিঝিল, ঢাকা, দ্বিতীয় পক্ষ।

উপস্থিত : মোঃ আবদুর রাজ্জাক, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব আফজাল ফারুক, (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব ফজলুল হক মন্টু, (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।
রায়ের তারিখ ২২-১২-৯৭ইং

রায়

প্রথম পক্ষ মৃত আবুল বাসারের পক্ষে তাহার ওয়ারিশগণ কর্তৃক ১১-৬-৯৭ইং তারিখে ওয়ারিশ কায়েমের দাখিলী দরখাস্তের উপর শুনানী গ্রহণ করা হয়। উক্ত দরখাস্তের সহিত মেডিক্যাল সার্টিফিকেট, ওয়ারিশী সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্তক্রমে এই মর্মে উল্লেখ করা হয় যে, মূল দরখাস্তকারী আবুল বাসার ২৭-৪-৯৭ইং তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। কাজেই তাহার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাগণকে অত্র মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত হওয়ার নিমিত্ত প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হয়। উক্ত দরখাস্ত প্রতিপক্ষ কর্তৃক আপত্তি সহকারে গৃহীত হয়। ওয়ারিশ

কায়েমের দরখাস্তের সপক্ষে তাহার নিয়োজিত বিজ্ঞ-আইনজীবি জনাব এস, এ, হক কর্তৃক এই মর্মে বক্তব্য রাখা হয় যে, যেহেতু মৃত প্রথম পক্ষ কর্তৃক তাহার মৌখিক জবানবন্দিই তাহার সকল সাক্ষ্যাদি প্রদান সমাপ্ত হইয়াছে এবং এক্ষনে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক সাক্ষ্য প্রদানের অপেক্ষায় মোকদ্দমাটি বিচারাধীন, কাজেই আদালত তাহার ওয়ারিশগণকে পর্ক্ষভুক্ত করিতে পারেন এবং মৃত দরখাস্তকারীর সাক্ষ্য প্রদানের ও দ্বিতীয় পক্ষের দেয় সাক্ষ্য প্রদানাদি যদি কিছু থাকে উহার ভিত্তিতে উভয় পক্ষের দাবী বিবেচনাক্রমে রায় প্রদাণ করিতে পারেন।

অপরদিকে দরখাস্ত শুনানীকালে বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব এস, এ, হক কর্তৃক আরও বক্তব্য রাখা হয় যে, যেহেতু মৃতকে বরখাস্তাদেশ নাকচক্রমে সকল বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহাল আবেদনে মোকদ্দমাটি করা হইয়াছিল এবং যেহেতু মজুরীর দাবীটি মৃত্যুর পরেও তাহার ওয়ারিশ গণ কর্তৃক উত্থাপন করিয়া থাকেন সেহেতু সেই দৃষ্টিতে দরখাস্তকারীগন এই মোকদ্দমাতে মৃতকের ওয়ারিশ কায়েম হইতে পারেন।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব এ, কে, এম, নাসিম কর্তৃক এই মর্মে তাহার বক্তব্য উপস্থাপন করা হয় যে, মৃত আবুল বাসার কর্তৃক ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থয়ী আদেশ) আইনের ২৫(১) (খ) ধারা মোতাবেক আনায়ন করা হয় এবং যেহেতু উপরে বর্ণিত আইনের বিধানমতে ওয়ারিশ কায়েম সংক্রান্তে ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্য বিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য নহে সেহেতু দরখাস্তকারীর মৃত্যু হওয়ার সংগে মোকদ্দমা কজ অব এ্যাকশন অনুপস্থিত হইয়া গিয়াছে এবং প্রার্থীকে প্রতিকার নন-একজিষ্টেন্ট হইয়া গিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি এই মর্মে বক্তব্য রাখেন যে, তর্কের স্থলে প্রার্থনা মোতাবেক বরখাস্তাদেশ বাতিলক্রমে দরখাস্তকারীগণকে পুনর্বহালের ক্ষেত্রে মৃতকে পুনর্বহালের আদেশ দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই, পুনর্বহালের বিষয়ে মোকদ্দমার কজ অব এ্যাকশন নন-একজিসটেন্ট হইয়া যাওয়ায় মোকদ্দমাটি খারিজযোগ্য। তিনি অবশ্য মজুরী সংক্রান্ত কজ অব এ্যাকশনের প্রেক্ষিতে এই মর্মে বক্তব্য রাখেন যে মজুরী প্রসংগে কোন দাবী থাকিলে তাহা ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের বিধানমতে আদায়যোগ্য হইতে পারে কিন্তু এই মোকদ্দমায় নহে।

বিচার্য বিষয়:

(১) দরখাস্তকারী মৃত আবুল বাসারের ওয়ারিশগণ কর্তৃক ১১-৬-৯৭ইং তারিখের দাখিলী ওয়ারিশ কায়েমের দরখাস্ত মঞ্জুর যোগ্য কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

আমরা উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করিয়াছি। ইহা স্বীকৃত যে প্রথম পক্ষ মৃত আবুল বাসার কর্তৃক ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১) (খ) ধারা মোতাবেক তাহার বরখাস্তাদেশ বাতিলক্রমে চাকুরীতে পুনর্বহাল এবং ২৪-৬-৯২ইং তারিখ হইতে বেতন প্রদানের প্রার্থনার অত্র মোকদ্দমাটি আনায়ন করা হয়। ইহাও স্বীকৃত যে মৃতক আবুল বাসারের জবানবন্দি ও জেরা যথারীতি সম্পন্ন হইয়া দ্বিতীয় পক্ষের সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্ত মোকদ্দমাটি বিচারাধীন থাকা অবস্থায় ২৭-৪-৯৭ইং তারিখে দরখাস্তকারী আবুল বাসার মৃত্যুবরণ করেন। যেহেতু ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের বিধানমতে দায়েরী মোকদ্দমা সংশ্লিষ্ট ওয়ারিশ কায়েম সংক্রান্ত ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য নহে সেহেতু মৃতক আবুল বাসারের ওয়ারিশগণ কর্তৃক দাখিলী ওয়ারিশ কায়েমের দরখাস্ত গ্রহণযোগ্য নহে মর্মে আমরা মত পোষণ করিতে বাধ্য হইতেছি। তবে ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন মজুরী পাওনা থাকিলে সে বিষয়ে মৃতকের ওয়ারিশগন কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন মর্মে দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী কতৃক যে বক্তব্য রাখা হইয়াছে তাহার সহিত আমরা একমত পোষন করিতে পারি। বিজ্ঞ সদস্যগণের সহিত আলোচনা হইয়াছে এবং তাহারা এইরূপ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কোন দ্বিমত পোষণ করেন নাই। এমতাবস্থায় এইরূপ

আদেশ

হইল যে, উভয় পক্ষের শুনানীতে ১১-৬-৯৭ইং তারিখে ওয়ারিশ কায়েমের দরখাস্ত নাকচ করা গেল এবং মোকদ্দমাটির কারণ নন-একজিসটেন্ট হওয়ায় উহা খারিজ করা গেল।

অত্র আদেশের ৩ কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক,
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
২২-১২-৯৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং—২২/৯৫

আনোয়ারা বেগম,
অপারেটর, কার্ড নং-৩১৬
স্বামী—মোঃ শাহ আলম
ঠিকানা—
৪৪, মধ্য মাদারটেক,
থানা-সবুজবাগ, ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) জনাব মুর্শেদ মঞ্জু,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
টিনা নিটিংস লিঃ,
৫৪/৮ পশ্চিম মাদারটেক,
থানা-সবুজবাগ, ঢাকা।

(২) জনাব সানোয়ার,
প্রডাকশন ম্যানেজার,
টিনা নিটিংস লিঃ,
৫৪/৮, পশ্চিম মাদারটেক,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা—আসামীগণ

আদেশ কপি

আদেশ নং-৩২, তারিখ ৩১-১২-৯৭ইং

মামলাটি চার্জ গঠন ও আদেশের জন্য ধার্য আছে। বাদীনি আনোয়ারা বেগম ও জামিনে থাকা আসামী (১) মোরশেদ মন্টু ও (২) সানোয়ার অনুপস্থিত। নথি দেখিলাম। বাদীনী ২৭-১১-৯৭ইং তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত নথিভুক্ত রাখা হইয়াছে। বাদীনী মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ:

আদেশ

হইল যে-আসামী (১) মোরশেদ মন্টু ও (২) সানোয়ারকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারায় আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল তাহাদিগকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মো: আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত ঢাকা
৩১-১২-৯৭ ইং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ কেস নং-২৬/৯৫, বি-২৮/৯৫, সি-৩৪/৯৫, সি-৩৫/৯৫
সি-৪২/৯৫, সি-৭৮/৯৫ এবং সি-৭৯/৯৫

(১) মা: ওদুদ মুন্সী, লাইনম্যান-বি,
গোপালগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ (বিউবো), গোপালগঞ্জ,
পিতা মৃত আ: জব্বার মুন্সী,
গ্রাম গোয়ালগ্রাম, থানা—কাশিয়ানী, জেলা গোপালগঞ্জ-সি-২৬/৯৫,
দায়ের ২০-২-৯৫ ইং তারিখ।

(২) মোনজেল সরকার, লাইনম্যান-বি,
গোপালগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ(বিউবো), গোপালগঞ্জ।
পিতা মৃত বেরাক উদ্দিন সরদার, গ্রাম—বলাইকের থানা ও
জেলা-গোপালগঞ্জ-সি-২৮-৯৫, দায়ের ২০-২-৯৫ ইং তারিখ।

(৩) মো: আবু তালেব সিকদার,
নিম্নমান হিসাব সহকারী, গোপালগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ (বিউবো),
গোপালগঞ্জ। পিতা মৃত হেমায়েত উদ্দিন সিকদার, গ্রাম-চর কুশালি,
পো: কুশলি ইসলামিয়া, থানা—টুংগী পাড়া, জেলা—গোপালগঞ্জ-সি
৩৪/৯৫, দায়ের ২০-২-৯৫ ইং তারিখ।

(৪) এস, এম, আনোয়ার আলী,
নিম্নমান হিসাব সহকারী, গোপালগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ (বিউবো),
গোপালগঞ্জ। পিং মৃত আবদুল বারিক শেখ, গ্রাম বেকালিয়া,
থানা ও জেলা গোপালগঞ্জ-সি-৩৫/৯৫, দায়ের ২০-২-৯৫ ইং তারিখ।

(৫) এ, বি, এম, শামছুল হক,
সাবেক লাইনম্যান বি,গোপালগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ, বর্তমানে-লাইনম্যান-বি,
বিতরণ বিভাগ, বিউবো, মাদারীপুর।
স্থায়ী ঠিকানা :
গ্রাম ও পোঃ মানিকদাহ, থানা ও জেলা-গোপালগঞ্জ-সি-৪২/৯৫,
দায়ের ১৬-৩-৯৫ ইং তারিখ।]

(৬) মোঃ কাওছার আলী গাজী,
ফোরম্যান-এ, গোপালগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র (বিউবো), গোপালগঞ্জ।
পিতা মৃত আবদুল জলিল গাজী, গ্রাম নবিনবাগ, থানা ও জেলা,
গোপালগঞ্জ-সি-৭৮/৯৫, দায়ের ৯-৯-৯৫ ইং তারিখ।

(৭) অখিল মণ্ডল ফোরম্যান এ,
গোপালগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র (বিউবো) গোপালগঞ্জ,
পিতা-মৃত নিবারণ মণ্ডল, গ্রাম বেদগ্রাম, থানা ও জেলা গোপালগঞ্জ,
সি-৭৯/৯৫, দায়ের ৭৯/৯/৯৫ ইং তারিখে।

দরখাস্তকারীগণ—১ম পক্ষগণ।

—বনাম—

(১) উপ-পরিচালক-২
তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড,
ওয়াপদা ভবন, ঢাকা।

(২) জনাব মোঃ আমির আলী,
নির্বাহী প্রকৌশলী (বিউবো), বিতরণ বিভাগ, মাদারীপুর

(৩) চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল,
ঢাকা-প্রতিপক্ষগণ—২য় পক্ষগণ।

উপস্থিত—মোঃ আবদুর রাজ্জাক, জেলা ও (দায়রা জজ) (চেয়ারম্যান)
জনাব আনোয়ারুল আফজাল, (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব, এম, এ, হামিদ, (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।

রায়ের তারিখ ২৮/১২/৯৭ ইং

রায়

উপরে বর্ণিত দরখাস্তকারীগণ কর্তৃক ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ (১) (খ) ধারার আওতায় তাহাদের বিরুদ্ধে অনতক্রম্য শাস্তির আদেশ বাতিলক্রমে পূর্ণ বেতন ও ভাতাসহ চাকরীতে পুনর্বহালের আবেদনে বর্ণিত পৃথক পৃথক মোকদ্দমা আনয়ন করা হইয়াছে। বর্ণিত মোকদ্দমার প্রতিপক্ষগণ এক ও অভিন্ন এবং

একই তারিখে তাহাদের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করায় সংক্ষিপ্তকরণ ও স্বাক্ষ্য গ্রহণ এবং আলোচনার সুবিধার্থে উপরে বর্ণিত মোকাদ্দমাসমূহ একত্রে বিচার অনুষ্ঠিত হয় এবং অত্র রায়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গৃহীত হইল।

অভিযোগ ২৬/৯৫ নম্বর মোকদ্দমার দরখাস্তকারী জনাব আঃ ওদুদ মুন্সী ১-১-৬৫ ইং তারিখে লাইনম্যান-বি পদে এবং অভিযোগ ২৮-৯৫ মোকদ্দমার দরখাস্তকারী জনাব মোনজেল সরদার ১৯৬৫ ইং সালে লাইনম্যান হিসাবে প্রতিপক্ষের অধীনে চাকুরীতে যোগদান করেন। তাহাদের সর্বশেষ মাসিক বেতন ছিল যথাক্রমে ৩,৪৬০ টাকা এবং ৩,৩৬৫ টাকা। অভিযোগ ৩৪/৯৫ নম্বর মোকদ্দমার দরখাস্তকারী জনাব মোঃ আবু তালেব সিকদার, ২২-৪৮৫ ইং তারিখে নিম্নমান হিসাব সহকারী এবং অভিযোগ ৩৫-৯৫ নম্বর মোকদ্দমার দরখাস্তকারী জনাব এস, এম, আনোয়ার আলী ইং ১৩-৫-৭৪ তারিখে নিম্নমান হিসাব সহকারী পদে প্রতিপক্ষগণের অধীনে চাকুরীতে যোগদান করেন। অভিযোগ ৪২/৯৫ নম্বর মোকদ্দমার দরখাস্তকারী জনাব এ, এম, শামছুল হক লাইনম্যান-বি পদে এবং অভিযোগ ৭৮/৯৫ নম্বর মোকদ্দমার দরখাস্তকারী জনাব মোঃ কাওছার আলী গাজী ১৯৬২ সালে লাইনম্যান হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করে এবং মোকদ্দমা দায়েরের সময় তিনি ফোরম্যান হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তাহার মাসিক বেতন ছিল ৩,৩০০ টাকা। অভিযোগ ৭৯/৯৫ নম্বর মোকদ্দমার দরখাস্তকারী জনাব অনিল মণ্ডল ১৯৬৬ সালে ফিটার পদে যোগদান করেন এবং মোকদ্দমা দায়েরের সময় তিনি ফোরম্যান হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তাহার মাসিক বেতন ছিল ৩,৭০০ টাকা। উপরে বর্ণিত দরখাস্তকারীগণের চাকুরীর খতিয়ান নিকুলুষ। দরখাস্তকারীগণের সকলের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক সিষ্টেম লস হ্রাস ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সংক্রান্তে কর্তব্য অবহেলা ও অসদাচরণের অভিযোগে এক মনগড়া লিখিত অভিযোগ পৃথক পৃথক ভাবে আনয়ন করা হয়। তাহার তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের জবাবপৃথক পৃথকভাবে যথাসময়ে দাখিল করেন। একই তদন্ত কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব আমির আলীকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। তাহারা সকলেই স্ব-স্ব তদন্ত নোটিশ প্রাপ্ত হন এবং তদন্তে হাজির হন। তদন্তকালে দরখাস্তকারীগণের কাহারও স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নাই বা অভিযোগকারী হিসাবে অভিযোগকারী কর্মকর্তারা প্রতিনিধিকে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক পরীক্ষা করা হয় নাই বা দরখাস্তকারীগণকে অভিযোগকারীকে জেরা করার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ তদন্ত অনুষ্ঠান না করিয়া দরখাস্তকারীগণের বিরুদ্ধে এক মন গড়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দ্বিতীয় কর্তৃক অন্যায় ভাবে ৪-১-৯৫ইং তারিখের আদেশ বলে অভিযোগ ২৬/৯ মোকদ্দমার দরখাস্তকারী জনাব আঃ ওদুদ মুন্সী, লাইনম্যান, অভিযোগ ২৮/৯৫ মোকদ্দমার দরখাস্তকারী জনাব মোনজেল সরদার, লাইনম্যান, অভিযোগ ৩৪/৯৫ মোকদ্দমার দরখাস্তকারী জনাব মোঃ আবু তালেব সিকদার, নিম্নমান হিসাব সহকারী, অভিযোগ ৪২/৯৫ মোকদ্দমার দরখাস্তকারী জনাব এ, বি, এম, শামছুল হক, লাইনম্যানকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয় এবং অভিযোগ ৩৫/৯৫ মোকদ্দমার দরখাস্তকারী এস, এম, আনোয়ার আলী, নিম্নমান হিসাব সহকারী, অভিযোগ ৭৮/৯৫ মোকদ্দমার দরখাস্তকারী মোঃ কাওছার আলী গাজী, ফোরম্যান ও অভিযোগ ৭৯/৯৫ মোকদ্দমার দরখাস্তকারী অনিল মণ্ডল ফোরম্যান-এ কে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হয়। তাহাদিগকে আত্মপক্ষ সমর্থনের যথাযথ সুযোগ প্রদান করা হয় নাই। তকিত ৪-১-৯৫ ইং তারিখের শাস্তির আদেশ -১১-১-৯৫ ইং তারিখে তাহাদের স্ব-স্ব নামে প্রেরণ করা হয়। অভিযোগ ২৬/৯৫, অভিযোগ ২৮/৯৫, অভিযোগ ৩৪/৯৫, অভিযোগ ৩৫/৯৫ এবং অভিযোগ ৭৮/৯৫ মোকদ্দমার দরখাস্তকারীগণ -১৮-১-৯৫ ইং তারিখে প্রাতপক্ষ বা কর্তৃপক্ষের নিকট পৃথক পৃথকভাবে স্বহস্তে অনুযোগ পত্র দাখিল করা হয়। অভিযোগ ৪২/৯৫ মোকদ্দমার দরখাস্তকারী কর্তৃক ইং ২১-১-৯৫ এবং অভিযোগ ৭৯/৯৫ মোকদ্দমার অভিযোগকারী কর্তৃক

১৯-১-৯৫ ইং তারিখে পৃথক পৃথক ভাবে অনুযোগ পত্র স্বহস্তে প্রতিপক্ষ বা কর্তৃপক্ষের বরাবরে দাখিল করার পরেও তাহাদের অনরোদের প্রেক্ষিতে কোন প্রতিকার না পাওয়ার তাহারা পৃথক পৃথক ভাবে উপরে বর্ণিত মোকদ্দমা দায়ের করিতে বাধ্য হইয়াছে।

প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক পৃথক পৃথক ভাবে লিখিত ও দাখিলী জবাবের ভিত্তিতে মোকদ্দমা সমূহে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে। উক্ত লিখিত জবাবে এই মর্মে ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, দরখাস্তকারীগণ কর্তৃক তাহাদের স্ব-স্ব মোকদ্দমা দায়েরের পূর্বে প্রতিপক্ষগণ বরাবরে আইনানুযায়ী কোন অনযোগ পত্র প্রেরণ করা হয় নাই বিধায় তাহাদের আনিত স্ব-স্ব মোকদ্দমা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারার আওতায় নিকনসিল্ডস বিধায় খারিজ যোগ্য।

প্রতিপক্ষগণের সুনির্দিষ্ট মোকদ্দমা এই যে, ২১-৭-৯৫ ইং তারিখে কর্তব্যে অবহেলা ও অসদাচরণের অভিযোগে দরখাস্তকারীগণের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথকভাবে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় এবং উহার প্রেক্ষিতে তাহাদের দাখিলা জবাব গ্রহণ যোগ্য না হওয়ায় পুনরায় তাহাদিগকে কর্তব্যে অবহেলা ও অসদাচরণের অভিযোগে ১৬-৮-৯৪ ইং তারিখে চার্জশীট প্রদান করা হয় এবং উক্ত চার্জশীট জারী হওয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কারণ দর্শাইতে বলা হইয়াছে যে, কেন তাহাদিগকে কর্তব্যে অবহেলা ও গুরুতর অসদাচরণের জন্য চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইবে না। উহার প্রেক্ষিতে তাহাদের দাখিলী জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় অভিযোগ তদন্তের নিমিত্ত ১ (এক) সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। অতঃপর যথাসময়ে তাহাদের উপস্থিতিতে তদন্ত কার্য সম্পন্ন হয় এবং তদন্তে তাহাদিগকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়। অতঃপর তদন্ত কমিটি কর্তৃক একটি তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করা হয়। দরখাস্তকারীগণের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ, উহার পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের লিখিত জবাব, তদন্ত কার্যক্রম, তদন্ত প্রতিবেদন ও আনুসাংগিক কাগজ পত্র পর্যালোচনা করিয়া দরখাস্তকারীগণকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং ১৭-১১-৯৪ ইং তারিখের পত্র মারফত প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস রুল অনুযায়ী তাহাদিগকে ২য় বার কারণ দর্শানোর নিমিত্ত এই মর্মে নোটিশ প্রদান করা হয় যে, কেন তাহাদিগকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইবে না। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারীগণের শাস্তি মওকুফ করার মত কোন কিছু পান নাই বিধায় ৪-১-৯৫ ইং তারিখের এ পত্রের মাধ্যমে জনাঃ ওদুদ মুন্সী, লাইনম্যান, মোনজেল সরদার, লাইনম্যান, মোঃ আবু তালেব সিকদার, নিম্নমান হিসাব সহকারী, এবং এ, বি, এম, শামছুল হক লাইনম্যানকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত এবং এস, এম, আনোয়ার আলী, নিম্নমান হিসাব সহকারী, মোঃ কাওছার আলী গাজী, ফোরম্যান ও অখিল মণ্ডল ফোরম্যানকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়; উপরোক্ত বরখাস্ত আদেশসমূহের বিরুদ্ধে দরখাস্তকারীগণ কর্তৃক যে অনুযোগ পত্র দেন তাহা আইনানুযায়ী দেওয়া হয় নাই বিধায় তাহাদের উপর আরোপিত শাস্তি মওকুফ ও বিবেচনা করার মত কোন কিছুই ছিল না। কাজেই, তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তির আদেশ বহাল রাখা হয়। এমতাবস্থায়, দরখাস্তকারীগণের স্ব-স্ব মোকদ্দমা খরচাসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়:

(১) ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(ক) ধারার বিধানাবলী প্রতিপালনে দরখাস্তকারীগণ কর্তৃক কোন অনুযোগ পত্র দাখিল করা হইয়াছে কি না।

(২) দরখাস্তকারীগেণর মোকদ্দমাসমূহ রক্ষণীয় কি না

(৩) দরখাস্তকারীগণ তাহাদের স্ব-স্ব প্রার্থনা মতে পুর্নঃ বেতনসহ চাকুরীতে পুনবহালের আদেশ পাইতে হকদার কি না।

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২ ও ৩ঃ

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে সকল বিচার্য বিষয়গুলি একত্রে গৃহীত হইল। ইহা স্বীকৃত যে, সিষ্টেম লস ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ব্যর্থতার কারণে কর্তব্য অবহেলা ও অসদাচারণের অভিযোগ সম্বলিত একটি অভিযোগ নামা পৃথক পৃথক ভাবে সকল দরখাস্তকারীগণের বিরুদ্ধে ১৬-৮-৯৪ ইং তারিখে আনয়ন করা হয় এবং ইহাও স্বীকৃত যে, অভিযোগের প্রেক্ষিতে দাখিলী জবাবের ভিত্তিতে পি, ডব্লিউ-২ জনাব মোঃ আমির আলী, তদন্ত কর্মকর্তা ও নির্বাহী প্রকৌশলী, বিতরণ বিভাগ, মাদারীপুর কর্তৃক তদন্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয় তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অভিযোগ আনয়নকারী কর্তৃপক্ষ বা তাহার প্রতিনিধিকে অভিযোগনামা প্রদানের প্রেক্ষিতে পরীক্ষা করা না হইলেও বা তাহাদের প্রতিনিধি সাক্ষী দিতে না আসিলেও তদন্তে সফল অভিযুক্তগণ কর্তৃক জবানবন্দি দেওয়া হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তাহাদিগকে প্রশ্নাকারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। অতঃপর উক্ত তদন্ত অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে স্বীকৃতমতে প্রস্তাবিত শাস্তির আরোপের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত অর্থাৎ দরখাস্তকারীগণকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত অর্থাৎ বিচার্য মোকদ্দমার দরখাস্তকারীগণের জবাব প্রদান করেন এবং উহার ভিত্তিতে স্বীকৃত মতে ৪-১-৯৫ ইং তারিখে আঃ ওদুদ মুন্সী, লাইনম্যান, মোনজেল সরদার, লাইনম্যান, মোঃ আবু তালেব সিকদার, নিম্নমান হিসাব সহকারী, এ, বি, এম, শামসুল হক, লাইনম্যানকে বরখাস্ত আদেশ ও অপর তিনজনকে যথাক্রমে এস, এম, আনোয়ার আলী, নিম্নমান হিসাব সহকারী, মোঃ কাওছার আলী গাজী, ফেরম্যান-এ, অখিল মণ্ডল, ফোরম্যানকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হয় এবং ইহাও স্বীকৃত যে, দরখাস্তকারীগনের পৃথক পৃথকভাবে যথাক্রমে অভিযোগ-২৬/৯৫, সি-২৮/৯৫, সি-৩৪/৯৫, সি-৩৫/৯৫, সি-৪২/৯৫, সি-৭৮/৯৫ এবং সি-৭৯/৯৫ নম্বর মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীগণ কর্তৃক যথাক্রমে ইং ১৮-১-৯৫, ২১-১-৯৫, ১৮-১-৯৫, ১৮-১-৯৫, ২১-১-৯৫ ও ১৯-১-৯৫ তারিখে স্বহস্তে প্রতিপক্ষ দপ্তরে আরোপিত শাস্তি পুনর্বিবেচনার আবেদন দাখিল করা হয়।

উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষ দরখাস্তকারীগণের মোকদ্দমা এই যে, তাহাদিগকে আত্মপক্ষ সমর্থনের নিমিত্ত তদন্তে অভিযোগ আনয়নকারীকে জেরা করার সুযোগ দেওয়া হয় নাই এবং তদন্ত সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় নাই উহা যোগাজসী এবং তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে তদন্ত করার হইয়াছে। অপরদিকে প্রতিপক্ষের বক্তব্য এই যে, যথাযথভাবে তদন্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হইয়াছে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল প্রকার সুযোগ দরখাস্তকারীগণকে দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের আরও বক্তব্য এই যে, প্রথম পক্ষ দরখাস্তকারীগন কর্তৃক প্রত্যেক তাহাদের বিরুদ্ধে আরোপিত শাস্তির বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রীভ্যান্স পিটিশন দেওয়া হয় নাই বিধায় তাহাদের শাস্তি মওকুফ করার সপক্ষে কিছুই ছিল না। কাজেই, তাহাদের উপর আরোপিত শাস্তি বহাল রাখা হয়।

প্রথম পক্ষ দরখাস্তকারীগণ কর্তৃক তাহাদের মোকদ্দমার সমর্থনের নিমিত্ত পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হয়। অভিযোগ-৩৪/৯৫ নম্বর মোকদ্দমার দরখাস্তকারী, মোঃ আবু তালেব, অভিযোগ-২৬/৯৫ মোকদ্দমার দরখাস্তকারীর আঃ ওদুদ মুন্সী, অভিযোগ ২৮/৯৫ মোকদ্দমার দরখাস্তকারী, মোনজেল সরদার, অভিযোগ-৩৫/৯৫ মোকদ্দমার দরখাস্তকার, এস, এম, আনোয়ার আলী, অভিযোগ ৪২/৯৫ মোকদ্দমার দরখাস্তকারীর এ, বি, এম, শামছুল হক, অভিযোগ ৭৮/৯৫ মোকদ্দমার দরখাস্তকরীর, মোঃ কাওছার আলী গাজী, এবং অভিযোগ ৭৮/৯৫ মোকদ্দমার দরখাস্তকারী, অখিল মণ্ডল কর্তৃক পৃথক পৃথকভাবে জবানবন্দি দেওয়া হইলে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি কর্তৃক তাহাদিগকে জেরা করা হয়। দরখাস্তকারীগণ কর্তৃক দাখিলী কাগজাদি যথাক্রমে প্রদর্শনী ১, ২, ৩, ৪, ৫, ও ৬ সিরিজ প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। অপরদিকে প্রতিপক্ষের পক্ষে কে, এম, জিয়াউল হক, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রন সহকারী পরিচালক (তদন্ত ও শৃংখলা) এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আমির আলী কর্তৃক যথাক্রমে ডি, ডব্লিউ-১ এবং ডি, ডব্লিউ-২ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করা হয় এবং তাহদিগকে দরখাস্তকারীগনের বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক জেরা করা হইয়াছে।

প্রতিপক্ষের দাবিনী কাগজাদি যথাক্রমে প্রদর্শনী-ক, খ, গ, ঘ, ঙ, সিরিজভুক্ত প্রদর্শনীর হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। উভয় পক্ষের বক্তব্যের ভিত্তিতে দাবিনী কাগজাদির একটি বিবরণ নিম্নে লিখিত "ছক" আকারে বিবৃত হইল:

অভিযোগ মোকদ্দমা নং	চাকুরীতে সদস্যের তারিখসহ প্রথম পক্ষের নাম ও পদবী।	কর্তব্যে অবহেলার জন্য কারণ দর্শানো নোটিশের তারিখ।	প্রথম পক্ষের জবাব ও তারিখ।	কর্তব্যে অবহেলা ও অসদাচরনের অভিযোগ আনয়ন এর তারিখ।	প্রথম পক্ষের অভিযোগ জবাব এর তারিখ	তদন্তে জবানবন্দি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সি-২৬/৯৫	আঃ ওদুদ মুন্সী, লাইনম্যান ১-১-১৯৬৫ ইং	২১-৭-৯৪	৩০-৭-৯৪	১৬-৮-৯৪ প্রঃ—১	২৪-৮-৯৪ প্রঃ-২	প্রঃ কক নিঃ
সি-২১/৯৫	মোনজেল সরকার, লাইনম্যান ১৯৬৫ ইং	২১-৭-৯৪	০১-৮-৯৪	১৬-৮-৯৪	৩০-৮-৯৪ প্রঃ-২ (খ)	প্রঃ ক(৭)
সি-৩৪/৯৫	মোঃ আবু তালেব সিকদার নিম্নমান হিসাব সহকারী ২২-৪-৮৫ইং	২১-৭-৯৪	২৮-৭-৯৪	১৬-৮-৯৪ প্রঃ-১(ক)	২২-৮-৯৪ প্রঃ-২(ক)	প্রঃ ক সিরিজ ১৪-৯-৯৪
সি-৩৩/৯৫	এস, এম, আনোয়ার আলী, নিম্নমান হিসাব সহকারী ১০-৫-৭৪ইং	২১-৭-৯৪	৩১-৭-৯৪	..	২২-৮-৯৪ প্রঃ-২(ঘ)	প্রঃ ক(খ) ১৪-৯-৯৪
সি-৪২/৯৫	এ, বি, এম, সামছুল হক, লাইনম্যান	২১-৭-৯৪	৩১-৭-৯৫	..	২২-৮-৯৪ প্রঃ ২(গ)	প্রঃ ক(খ) ১৪-৯-৯৪
সি-১৮/৯৫	মোঃ কাওছার আলী গাজী, ফোরম্যান-এ ১৯৬২ ইং	২১-৭-৯৪	৩১-৭-৯৪	১৬-৮-৯৪ প্রঃ-১(খ)	..	প্রঃ ক(ঙ)
সি-১৯/৯৫	অকিস মণ্ডল, ফোরম্যান-ব ১৯৬৬ ইং	২১-৭-৯৪	৩১-৭-৯৪	..	২২-৮-৯৪ প্রঃ-২(ঙ)	প্রঃ ক(চ)

অভিযোগ মোকদ্দমা নং	চাকুরী ক্ষেত্রে যোগদানের তারিখসহ অভিযুক্ত পক্ষের নাম ও পদবী	তদন্ত প্রতিবেদন	অভিযোগ আংশিক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়-২য় কারণ দর্শানোর নোটিশের তারিখ	২য় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব ও তারিখ	শাস্তির ধরন ও তারিখ	শাস্তির আদেশ বহনকারী নাম ও রেজিঃ নং এবং তারিখ	আরোপিত শাস্তির বিবেচনার আবেদন।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
সি-২৬/৯৫	আঃ ওদুদ মুন্সী লাইনম্যান ১-১-১৯৬৫ ইং	১৭-৯-৯৪ পৃঃ-গ	১৭-১১-৯৪ পৃঃ-ঘ	২৬-১১-৯৪ পৃঃ-ঘ(ক)	৪-১-৯৫ বরখাস্ত পৃঃ-৩	..	১৮-১-৯৫ পৃঃ-৬
সি-২১/৯৫	মোনজেল সরদার, লাইনম্যান ১৯৬৫ ইং	১৭-৯-৯৪ পৃঃ-গ	১৭-১১-৯৪ পৃঃঘ(১)	২৭-১১-৯৪ পৃঃ ঘ(গ)	৪-১-৯৫ বরখাস্ত পৃঃ-৩(ক)	রেজিঃ ৮৯৯ ১১-১-৯৫ পৃঃ-৫(খ)	২১-১-৯৫ পৃঃ-৬(ক)
সি-৩৪/৯৫	মোঃ আবু তালেব সিকদার, নিম্নমান হিসাব সহকারী ২২-৪-৮৫ ইং	১৭-৯-৯৪ পৃঃ গ	১৭-১১-৯৪ পৃঃ ঘ(২)	২৭-১১-৯৪ পৃঃ ঘ	৪-১-৯৫ বরখাস্ত পৃঃ-৩(গ)	রেজিঃ৮৯৯ ১১-১-৯৫ পৃঃ-৬(ক)	১৮-১-৯৫ পৃঃ-৬(গ)
সি-৩৫/৯৫	[[এস,এম, আনোয়ার আলী, নিম্নমান হিসাব সহকারী ১০-৫-৭৪ ইং	১৭-৯-৯৪ পৃঃ গ	১৭-১১-৯৪ পৃঃ-ঘ(৩)	২৮-১১-৯৪ পৃঃ-ঘ(গ)	৪-৬-৯৫ বাধ্যতামূলক পৃঃ-৪	রেজিঃ ৯১৫ তাং-১১-১-৯৫ পৃঃ-৫(ঘ)	১৮-১-৯৫ পৃঃ-৬(ঘ)
সি-৪২/৯৫]	এ, বি, এম, সামছুল হক, লাইনম্যান	১৭-৯-৯৪ পৃঃ-গ	১৭-১১-৯৪ পৃঃ-ঘ(৪)	পৃঃ গ(ঘ)	৪-১-৯৫ বরখাস্ত পঃ	..	..
সি-৭৮/৯৫]]	মোঃ কাওসার আলী গাজী, ফোরম্যান-এ]] ১৯৬২ ইং	১১-৯-৯৪ পৃঃ গ]	১৭-১১-৯৪ পৃঃ ঘ(৫)	..	৪-১-৯৫ বাধ্যতামূলক পৃঃ-৪(খ)	রেজিঃ ৯২০ তাং-১১-১-৯৫ পৃঃ-৫(খ)	২১-১-৯৫ পৃঃ৬(গ)
সি-৭৯/৯৫	অখিল মণ্ডল, ফোরম্যান-এ ১৯৬৬ ইং	১৭-৯-৯৪ পৃঃ গ	১৭-১১-৯৪ পৃঃ ঘ(৬)	২৫-১১-৯৪ পৃঃ ঘ(ঙ)	৪-১-৫ বাধ্যতামূলক পৃঃ-৪(ক)	রেজিঃ ৯১৭ তাং-১১-১-৯৫ পৃঃ ৫	১১-১-৯৫ পৃঃ ৬(ঙ)

পক্ষগণের পরস্পরের বক্তব্য, উপরে বর্ণিত কাগজাদির প্রেক্ষিতে প্রথমেই ইহা উল্লেখ করিতে হয় যে, ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ (ক) ধারার অধীনে মোকদ্দমার কারণ হইতে হইলে মোকদ্দমা আনয়নকারী ব্যক্তিকে উক্ত আইনের ২৫(১)(ক) ধারায় বর্ণিত আইনের চাহিদা পূরণ করার আবশ্যকতা রহিয়াছে। সংশ্লিষ্ট ধারার সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

"Grievance Procedure :(1) Any individual worker (including a person who has been dismissed, discharged, retrenched, laid-offer otherwise removed from employment) who has a grievance in respoect of any matter covered under this Act and intends to seek redress there of under this section, shall observe the following procedure :

(a) The worker concerned shall submit his grievance to his employer, in writing, by registered post within fifteen days of the occurrence of the cause of such grievance and the employer shall within fifteen days of receipt of such grievance, enquire into the matter, give the worker concerned an opportunity of being heard and communicate his decision, in writing to the said worker."

উপরে উদ্ধৃতি আইনের প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারীগণের নিয়োজিত বিজ্ঞ-আইনজীবী কর্তৃক এই মর্মে উল্লেখ করা হয় যে, প্রদর্শনী-৫ সিরিজ হইতে প্রতিয়মান হইবে যে, দরখাস্তকারীগণের উপর আরোপিত ৪-১-৯৫ ইং তারিখের শাস্তির আদেশ ১১-১-৯৫ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। উক্ত শাস্তির আদেশ সম্বলিত রেজিষ্ট্রী পত্র পাওয়ার সংগে সংগেই তাহারা প্রতিপক্ষের দপ্তরে আসিয়া স্বহস্তে শাস্তির আদেশ পুনঃ বিবেচনার দরখাস্ত দাখিল করেন। কাজেই, দরখাস্তকারীগণ যে তারিখে শাস্তির আদেশ রেজিষ্ট্রী ডাকে প্রাপ্ত হইলেন সেই তারিখেই অনুমোদনের কারণ উদ্ভব হইয়াছে বিধায় তাহার প্রদর্শনী-৬ সিরিজ মূলে পুনবিবেচনার আবেদন দাখিল করেন বিধায় তাহাদের দাখিলী দরখাস্ত যথাসময়ে দাখিল করা হইয়াছে মর্মে উল্লেখ করেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী কর্তৃক এই মর্মে তাহার বক্তব্য পেশ করা হয় যে, দরখাস্তকারীগণের মোকদ্দমার কারণ উদ্ভব হইয়াছে দরখাস্তের দিন অর্থাৎ ৪-১-৯৫ ইং তারিখে এবং শাস্তি আদেশ পুণবিবেচনার দরখাস্তটি উক্ত তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষ বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকে প্রেরণের আইনগত চাহিদা রহিয়াছে।

আমরা উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও দাখিলী কাগজাদির ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, দরখাস্তকারীগণ কর্তৃক দাখিলী পুনঃ বিবেচনার আবেদনসমূহকে শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে আপীল অথবা পিটিশন ফর রিভিও মর্মে গণ্যযোগ্য হইতে পারে। দি বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভোলোপম্যান্ট বোর্ড (ইমপ্লয়িজ) সার্ভিস রুলস, ১৯৮২ এর ১৪৬ নম্বর বিধিতে আপীল ও পুনঃবিবেচনা সংক্রান্ত বিধান সংকলিত করা হইয়াছে। উক্ত বিধিতে বিধানাবলী নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

"Appeal etc-(1) An employee shall have the right to appeal once only against an order imposing any penalty specified in rule, 139, except censure to the authority next superior to the authority imposing the penalty, and where the penalty is imposed by order of the Board there shall ordinarily lie no appeal but the Board say review its own order *suo moto* or on receipt of representation from the employee cnocerned. The Government may entertain an appeal against an order of the Board if it has reasons to believe that a violation of law or gross injustice has been done.

(2) Every appeal shall comply with the following requirements, namely :

(a) it shall contain all material sutatements and grounds relied upon and shall be complete in all respects ;

(b) it shall specify the relief desired ;

(c) it shall be submitted through proper channel ;

(d) it shall not be conched in improper language ; and

(e) it shall be submitted within thrity days from the date of receipt of the order of penalty.

(3) An appeal may be withheld by the authority imposing the penalty, if—

(a) if does not comply with the requirements of sub-rule (2) ;

(b) it deals with matters which are not relevant to the case ;

(c) it is found to be a repetition of appeal withheld or rejected before by the competent authority unless it discloses any new point or circumstances which afford grounds for reconsideration ; or

(d) it is addressed to an authority to which no appeal lies under this rule.

(4) In every case in which an appeal is withheld the appellant and the appellate authority shall be informed of the fact and the reasons thereof.

Provided that an appeal withheld under sub-rule (3) may be re-submitted at any time within thrity days) from the date on which the appellant has been informed of withholding of the appeal in a form which complies with the provisions of sub-rule (2).

(5) The appellate authority shall examine ;

(a) whether the facts on which the orde rof penalty is nased have been established : and

(b) whether the penalty is adcquate, inadequate or excessible and after such examination shall pass such order as it considers proper.

(6) An appellate authority may call for the records of any case including an appeal withheld by an authority subordinate to and may pass such orders thereon as it considers fit under the provissions of these rules.

(7) Nothing in these rules shall preclude the Board from rei sions whether on this own motion or otherwise, any order passed by an authority subordinate to it in exercise of powers conferred on suhc authority by these rules."

উপরে উদ্ধৃত বিধি হইতে দেখা যায় যে, ৭নং উপবিধি মোতাবেক শাস্তি পুনর্বিবেচনার নিমিত্ত বোর্ডকে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইয়াছে।

এমতাবস্থায়, ইহা উল্লেখ্য যে, ৪৯ ডি, এল, আর (১৯৯৭) এর ২১৫ পৃষ্ঠাতে বর্ণিত সুলতান আহাম্মদ বনাম চেয়ারম্যান, লেবার কোর্ট কেসে মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশন কর্তৃক যে, অনুসিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

"The petition filed by hand could not be considered to be a grievance petition. At best the same could be considered as an appeal or a petition for review of the order of dismissal passed by the respondent No. 1 but by no means a grievance petition as meant by section 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act."

আলোচ্য মোকদ্দমাসমূহের ক্ষেত্রে উপরে উদ্ধৃত অনুসিদ্ধান্তটি প্রনিধানযোগ্য বিধায় তদন্ত নিরপেক্ষ ও দরখাস্তকারীগণ কর্তৃক অভিযোগ আনয়নকারী বা তাহার প্রতিনিধিকে দরখাস্তকারীগণ কতৃক জেরা করার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হওয়ার বক্তব্য কোন মতামত প্রকাশ করা হইতে বিরত থাকিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, দরখাস্তকারীগণ কর্তৃক প্রদর্শনী -৬ সিরিজ মূলে যে, পুনঃ বিবেচনার দরখাস্ত দেওয়া হইয়াছে তাহা কোন অবস্থায় অনুযোগ পত্র হিসাবে গণ্যযোগ্য নহে। সুতরাং বিধিমত অনুযোগ পত্রের অনুপস্থিতিতে দরখাস্তকারীগণের মোকদ্দমাসমূহ রক্ষণীয় নহে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। উপরে বর্ণিত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ৩ নম্বর বিচার্য বিষয় সম্পর্কে কোন মতামত প্রদান করিতে অত্র আদালত বিরতি রহিল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহারা ভিন্নমত পোষণ করিয়া কোন লিখিত বক্তব্য প্রদান করেন নাই। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, মোকদ্দমা নম্বর অভিযোগ-২৬/৯৫, সি-২৮/৯৫, সি-৩৪/৯৫, সি-৩৫/৯৫, সি-৪২/৯৫, সি-৭৮/৯৫ সি-৭৯/৯৫ নম্বর মোকদ্দমাগুলি দোতরফা শুনানীতে নিঃখরচায় খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক এবং সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমাতে অত্র আদেশ লিপিবদ্ধ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
২৮-১২-৯৭ ইং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং-৪৫/৯৫

আনোয়ারা বেগম, অপারেটর,
কার্ড নং-৩১৬, স্বামী-মোঃ শাহ আলম
ঠিকানা—
৪৪, মধ্য মাদারটেক,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) জনাব মোর্শেদ মঞ্জু, ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
টিনা নিটিংস লিঃ, ৫৪/৮ পশ্চিম মাদারটেক,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা।

(২) জনাব আনোয়ারা, প্রডাকশন ম্যানেজার,
টিনা নিটিংস লিঃ ৫৪/৮ পশ্চিম মাদারটেক,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা। দ্বিতীয় পক্ষগণ।

৩১-১২-৯৭ ইং আদেশের কপি

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াহেদুর ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের ২৭-১১-৯৭ইং তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত দেখিলাম। প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। এবং উহা খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞ-সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষরদান করেন। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।
অত্র আদেশের ৩ কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
৩১-১২-৯৭ ইং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও, কেস নং-২৭১/৯৫

মোঃ কায়েজ আলী পিতা মৃত মোঃ সায়েজ উদ্দিন মোল্লা
গ্রাম-দক্ষিণ নয়ামাটি, পোঃ কুতুবপুর,
ফতুল্লা, নারায়গঞ্জ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) এস, এন কটিং ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক (প্রাঃ) লিঃ,
পক্ষে উহার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
১৩৭, হাজী ওসমান গণি রোড, কামরুন ম্যানসন (৩য় তলা)
আলুবাজার, ঢাকা।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
এস, এন, কাষ্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ,
১৩৭, হাজী ওসমান গণি রোড, কামরুল ম্যানসন (৩য় তলা),
আলুবাজার, ঢাকা।

(৩) ম্যানেজার,
এস, এন, কাষ্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ,
পাগলা, নন্দলালপুর রোড, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ—দ্বিতীয় পক্ষগণ

আদেশের কপি

১৯-৩১-১২-৯৭ইং

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবি হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম ও দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী এবং উহা খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞসদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষরদান করেন। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে মামলাটি খারিজ করা হইল।
অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
৩১-১২-৯৭ ইং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং—১০/৯৬ ইং

মোঃ আয়নুল হক, পিতা-মোঃ বাদসা মিয়া,
গ্রাম-ধর্মগঞ্জ, পোঃ এনায়েত নগর,
থানা-ফতুল্লা, জেলা-নারায়ণগঞ্জ—প্রথম পক্ষ

বনাম

(১) হোসেন বোর্ড মিলস লিঃ,
পক্ষে উহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
২৬৩, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
হোসেন বোর্ড মিলস লিঃ,
এনায়েত নগর, ফতুল্লা,
নারায়ণগঞ্জ—দ্বিতীয় পক্ষগণ

আদেশের কপি

৩১-১২-৯৭ ইং

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহম্মদ ও শ্রমিক পক্ষ সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন তাহাদের সমন্বয় আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের ২৩-১১-৯৭ ইং তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত দেখিলাম। প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী এবং উহা খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞ সদস্যগণ একমত পোষণ করেন। এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দান করেন। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরন করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
৩১-১২-৯৭ ইং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা).
৪নং, রাজউক এভিনিউ ঢাকা।

আই আর ও মামলা নং-৮৪/৯৬ ইং

মোঃ সামছুদ্দিন পাটোয়ারী,
পিতা মৃত-নুরুজ্জামান পাটোয়ারী,
গ্রাম জাফরাবাদ, পোঃ পুরান বাজার,
জেলা-চাদপুর-প্রথম পক্ষ

বনাম

(১) নির্বাহী পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ,
পুরান বাজার, চাঁদপুর।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান, জুট মিলস লিঃ,
৫২, নতিথিল বা/এ, ঢাকা-১০০০—দ্বিতীয় পক্ষগণ

আদেশের কপি

৩১-১২-৯৭ইং

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার ও রক্ষণীয়তা শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজির। দিয়াছেন এবং কাগজপত্র দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম এবং দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী এবং উহা খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞ-সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশনামায় স্বাক্ষর দান করেন। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
৩১-১২-৯৭ ইং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম, ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং-৩৮/৯৬ ইং

মোঃ আবুল হোসেন পাটওয়ারী,
পিতা মৃত-মোঃ নুরুজ্জামান পাটওয়ারী,
সাং-জাফরাবাদ, পোঃ পুরান বাজার,
চাঁদপুর—প্রথম পক্ষ

বরাবর

(১) নির্বাহী পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ,
পুরান বাজার চাঁদপুর।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ,
৫২, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা—১০০০—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

৩১-১২-৮৭ ইং

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব মশিউ আহম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। দ্বিতীয় পক্ষের ২৪-১২-৯৭ইং তারিখের দাখিলী আবেদনামা দেখিলাম এবং বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী বলিয়া প্রতিয়মান হয় এবং খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞ সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশনামায় স্বাক্ষর দান করেন। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।
অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আঃ রাজ্জাক,
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা
৩১-১২-৯৭ ইং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং ৩৭/৯৬ ইং

মোঃ আলী আরশাদ, পিতা মৃত রজব আলীগাজী,
গ্রাম পূর্ব শ্রীরামদী, পোঃ পুরান বাজার,
জেলা চাঁদপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) নির্বাহী পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিল্‌স লিঃ,
পুরান বাজার, চাঁদপুর।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ,
৫২ নং মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা—১০০০—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব শহিদ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। দ্বিতীয় পক্ষের ২৪-১২-৯৭ ইং তারিখের দাখিলী আবেদনামা দেখিলাম ও বিজ্ঞ আইনজীবির বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞ সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষরদান করেন। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের আপত্তিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।
অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
৩১-১২-৯৭ ইং

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও, কেস নং ৮৬/৯৬ ইং

আবদুল হাই, পিতা মৃত আবদুল হামিদ,
গ্রাম বিষ্ণপুর, পোঃ লালপুর বাজার,
জেলা চাঁদপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) নির্বাহী পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ,
পুরান বাজার, চাঁদপুর।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ,
৫২ নং, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার এবং রক্ষণীয়তা শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন এবং কাগজপত্র দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম এবং দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। নথিদৃষ্টে দেখা যায় প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী এবং উহা খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞ সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশনামায় স্বাক্ষর দান করেন। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।
অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
৩১-১২-৯৭ ইং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৭ম তলা),
৪নং, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মোঃ নং-৬৯/৯৬ ইং

মীর আবুল কাশেম,
জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (টামিনেটেড),
নগর ভবন, প্রজেক্ট, ঢাকা,
পিতা মৃত মোজাফর হোসেন,
গ্রাম নওয়াগ্রাম, পোঃ শ্যামাগ্রাম,
জেলা ব্রাহ্মণ বাড়িয়া—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) বেংগল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
১২৫/এ, মতিঝিল বা/এ, ৫ম তলা, থানা-মতিঝিল, ঢাকা।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
বেংগল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লি:
১২৫/এ, মতিঝিল বা/এ, ৫ম তলা,
থানা মতিঝিল, ঢাকা।

(৩) অপারেটিভ ডাইরেক্টর (মো: নাজমুল হক),
বেংগল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লি:,
৫ম তলা, থানা মতিঝিল, ঢাকা—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১১, তারিখ ২২-১২-৯৭

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ মীর আবুল কাশেম অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম এবং দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ ১৩-৭-৯৭, ২৭-১০-৯৭, ১২-১০-৯৭ এবং ২৩-১১-৯৭ ইং তারিখ অনুপস্থিত থাকেন এবং অদ্য তাহার অনুপস্থিতির কারণে মামলাটি কেন খারিজ করা হইবে না উহার কারন দর্শাইবার জন্য ধার্য ছিল। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মো: আব্দুল রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
২২-১২-৯৭ ইং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

ফৌজদারী মোকদ্দমা নং-৯/১৯৯৭ ইং

আ: মোতালেব, প্রযত্নে বাবুল মিয়া,
বাড়ী-১০, রোড-১৩৮, গুলশান-১, ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

জনাব আশরাফ ইউ, আহমেদ,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
আশরাফ ফ্যাশন লিঃ,
১, হাজিপাড়া,
থানা-সবুজবাগ, ঢাকা—আসামী।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১২ তারিখ ৩১-১২-৯৭

মামলাটি চার্জ শুনানী ও আদেশের জন্য ধার্য আছে। বাদী আঃ মোতালিব ও জামিনে থাকা আসামী আশরাফ ইউ, আহামেদ অনুপস্থিত। নথি দেখিলাম। বাদীর ২৪-১১-৯৭ইং তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত নথিভুক্ত রাখা হইয়াছে। বাদী মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ :

আদেশ

হইল যে, আসামী আশরাফ ইউ, আহমেদকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
৩১-১২-৯৭,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও, মোকদ্দমা নং-৩৩/৯৬

আবদুল কাদির বেপারী,
পিতা মৃত মোঃ ইয়াসিন বেপারী,
গ্রাম দক্ষিণ বহুনালপুর,
পোঃ বহুরিয়া বাজার,
জেলা চাঁদপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) নির্বাহী পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস্ লিঃ,
পুরান বাজার, চাঁদপুর।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস্ লিঃ,
৫৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা —দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১৬, তারিখ ১৪-১২-৯৭

মামলাটি রক্ষণীয়তা শুনানীর জন্য ধার্য আছে। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমাণ্ডার (অবঃ) এম, এ, আজিজ খান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ১৯-৮-৯৭ ইং তারিখে দাখিলী রক্ষণীয়তার বিষয়ে দরখাস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কাগজাদি বিবেচনার নিমিত্ত আদালত সম্মুখে উপস্থাপন করা হইল। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক এই মর্মে বক্তব্য রাখা হয় যে, প্রথম পক্ষ টারমিনেটেড শ্রমিক বিধায় ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান মোতাবেক অত্র মোকদ্দমাটি অচল। প্রথম পক্ষ বা তাহার বিজ্ঞ আইনজীবীকে বার বার ডাকা সত্ত্বেও অনুপস্থিত পাওয়া গেল। দাখিলী কাগজাদি হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ তাহার টারমিনেশন বেনিফিট বাবদ অন্যান্য পাওনাদি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা ব্যতিরেকে প্রথম পক্ষ আদালতে অনুপস্থিত এমতাবস্থায়, এই মামলাটি অত্র আদালতে বিচারাধীন থাকার কোন যুক্তিযুক্ততা নাই। বিজ্ঞ সদস্যগণের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহারাও একমত পোষণ করেন এবং আদেশ মোতাবেক তাহাদের স্বাক্ষর গ্রহণ করা হইল। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, অত্র মামলাটি রক্ষণীয় নহে ও প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবের প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত—ঢাকা।
১৪-১২-৯৭ ইং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং-১৪/১৯৯৬ ইং

আবদুল খালেক, পিতা মৃত মকবুল হোসেন,
গ্রাম বক্তপুর, পোঃ বক্তপুর,
থানা ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) বাংলাদেশ আভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন কর্পোরেশন,
ইহার প্রতিনিধিত্বে চেয়ারম্যান,
৫নং দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।

(২) মহা ব্যবস্থাপক, (হিসাব),
বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি,
৫নং দিলকুশা বা/এ,
ঢাকা-১০০০।

(৩) উপ-মুখ্য কর্মচারী ব্যবস্থাপক (বহর),
বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি,
৮৫ নং সিরাজদ্দৌলা রোড,
নারায়ণগঞ্জ—প্রতিপক্ষগণ।

উপস্থিতঃ- জনাব মোঃ আবদুর রাজ্জাক, (জেলা ও দায়রা জজ),
চেয়ারম্যান, দ্বিতীয়, শ্রম আদালত, ঢাকা।
তারিখ : ১৭-১২-৯৭

রায়

ইহা ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মোতাবেক দায়ের করা হইয়াছে।

মূল ও সংশোধিত আরজি মোতাবেক দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তকারে এই যে, তিনি বিগত ১২-৮-৬০ইং তারিখ হইতে ৩৪ বৎসরের অধিককাল চাকুরী করতঃ বার্জ টালী সুকানী হিসাবে ইং ৩১-১২-৯৪ তারিখ অবসর গ্রহণ করেন। তাহার মূল বেতন ছিল ২,৬১৫ টাকা। তিনি তাহার আইনগত পাওনা পরিশোধের নিমিত্ত বিভিন্ন সময়ে প্রতিপক্ষের কার্যালয়ে গমন করেন। ইং ২৫-১০-৯৫ তারিখের পত্র মূলে তাহাকে ১,৭৭,৮০০ টাকার আনুতোষিক মন্জুর করা হয়। ইং ২১-১১-৯৫ তারিখে অপর এক পত্রের মূলে তাহার নিকট হইতে ঘাটতি জনিত কারনে ১,৯০,৫৮২.৭২ টাকা দাবী উত্থাপন করা হয়। তিনি এই দাবী সংক্রান্তে চাকুরীরত অবস্থায় জ্ঞাত ছিলেন না এবং তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের নিমিত্ত তাহাকে কোন শো-কজ দেওয়া হয় নাই। ইহা ব্যতিরেকে, তাহার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড হইতে ১২,৫৬২.৭২ টাকা ও কর্তন করা হয়। ইং ২৯-১১-৯৫ তারিখে উপরোক্ত উপায়ে দাবী কর্তন করতঃ দরখাস্তকারীর পাওনা পরিশোধ করা হয় যাহাতে তিনি মৌখিক আপত্তি উত্থাপন করেন। অতঃপর দরখাস্তকারী কতৃক ২০-৫-৯৬ ইং তারিখে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। মোকদ্দমা দায়েরে বিলম্বজনিত ত্রুটি মার্জনার নিমিত্তও প্রার্থনা করা হইয়াছে। এমতাবস্থায়, দরখাস্তকারী যাহাতে ১,৯০,৫৮২.৭২ টাকা ক্ষতিপূরনসহ প্রত্যর্পনের প্রতিপক্ষের উপর নির্দেশ প্রাপ্ত হয় তৎমর্মে ও তৎকর্তৃক প্রার্থনা করা হইয়াছে।

কর্পোরেশন কর্তৃক লিখিত আপত্তি যোগে মোকদ্দমাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছেন উক্ত আপত্তিতে ইহা ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, অত্র মোকদ্দমা তামাদি দোষে বারিত। প্রতিপক্ষের সুনির্দিষ্ট মোকদ্দমা এই যে, দরখাস্তকারী আনুতোষিক হিসাবে প্রতিপক্ষ কর্পোরেশনের নিকট ১,৭৭,৮২০ টাকা পাওনা থাকেন। কিন্তু তিনি তাহার চাকুরীকালীন সময়ের ২৮টি

ঘাটতির সহিত জড়িত ছিলেন এবং উক্ত ঘাটতির নিমিত্ত তাহাকে শো-কজ/চার্জশীট করা হয় এবং তিনি উহাতে উহার জবাব প্রদান করেন এবং তদন্ত কমিটির সম্মুখে জবানবন্দি প্রদান করেন। তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাহাকে টাকা আদায় ও সতর্কীকরণ পত্র দেওয়া হয় এবং বাণিজ্যিক বিভাগ কর্তৃক হিসাবকৃত টাকা আদায়ের জন্য ডেবিট নোট ইস্যু করা হয়। দরখাস্তকারীর হিসাবে পরিমান ১,৯০,৫৮২.৭২ টাকা আদয়ের নিমিত্ত তাহাকে ২১-১১-ইং ৯৫ তারিখে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। উক্ত ছাড়পত্র গ্রহণ করার পরে দরখাস্তকারী কোন প্রতিবাদ করেন নাই বা ৬(ছয়) মাসের মধ্যে শ্রম আদালতে প্রতিকারের প্রার্থনায় মামলা দায়ের করেন নাই বিধায় তাহার দাবী তামাদিতে বারিত। কাজেই, দরখাস্তকারী কর্পোরেশনের নিকট ১,৯০,৫৮২.৭২ টাকা প্রদানে বাধ্য। এমতাবস্থায়, তাহার মোকদ্দমাটি খরচসহ খারিজ যোগ্য।

বিচার্য বিষয়:-

(১) অত্র মোকদ্দমাটি তামাদিতে বারিত কিনা ?

(২) প্রতিপক্ষ কর্পোরেশন কর্তৃক যথাযথ ও আইনানুগ ভাবে ১,৯০,৫৮২.৭২ টাকা কর্তন করা হইয়াছে কিনা ?

(৩) দরখাস্তকারী তাহার কর্তনকৃত অর্থ ফেরত পাইতে হকদার কিনা ?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত :

বিচার্য বিষয় :- ১,২ ও ৩ :

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে সকল বিচার্য বিষয়গুলি একত্রে গৃহীত হইল। ইহা স্বীকৃত যে, দরখাস্তকারীর অবসর গ্রহণের প্রেক্ষিতে তাহার অনুকূলে আনুতোষিক বাবদ ১,৭৭৮০০ টাকা মঞ্জুর হয় এবং ঘাটতিজনিত কারনে তাহার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ১২,৫৬২.৭২ টাকাসহ ১,৯০,৫৮২.৭২ টাকার দাবী প্রতিপক্ষ কতৃক তাহার বিরুদ্ধে উত্থাপন করা হইয়াছে। প্রতিপক্ষের সুনির্দিষ্ট মোকদ্দমা এই যে, দরখাস্তকারী ২৮টি ঘাটতি কেসের সহিত জড়িত ছিলেন এবং তদমোতাবেক তাহার বিরুদ্ধে চার্জসীট হয় এবং বৈধভাবে কর্তনের দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে। প্রতিপক্ষের আরও বক্তব্য এই যে, মোকদ্দমাটি তামাদিতে বারিত। অপরদিকে দরখাস্তকারীর বক্তব্য এই যে, প্রতিপক্ষের কর্তনের দাবী যথাসময় ও আইনানুগ নহে, এবং কর্তনের দাবীর বিরুদ্ধে তিনি প্রথমে মৌখিক আপত্তি উত্থাপন করেন এবং প্রতিকার না জন্য পাইয়া ২০-৫-৯৬ইং তারিখ অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন এবং বিলম্বজনিত ত্রুটি মার্জনার প্রার্থনা করেন।

দরখাস্তকারী তাহার মোকদ্দমার সমর্থনে পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং প্রতিপক্ষ কর্তৃক তাহাকে জেরা করা হইয়াছে ও তদকর্তৃক দাখিলী কাগজাদি যথা সার্ভিস বই, প্রদর্শনী-১, আনুতোষিক বিবরণ প্রদর্শনী-২ এবং দাবী সংক্রান্ত ছাড় পত্র প্রদর্শনী-৩ হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে একই ভাবে করপোরেশন প্রতিপক্ষগণ পক্ষে প্রধান কার্যালয়ের সহ ব্যবস্থাপক (দাবী) হিসাবে কর্মরত জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন কর্তৃক সাক্ষ্য প্রদান করা হইয়াছে এবং তাহাকে দরখাস্তকারী কর্তৃক জেরা করা হইয়াছে। প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক দাখিলী কাগজাদি যথাক্রমে অভিযোগ, প্রদর্শনী-ক সিরিজ চার্জশীট গ্রহণ সংক্রান্ত স্মারক লিপি প্রদর্শনী-খ সিরিজ জবাব প্রদর্শনী-গ সিরিজ, জবানবন্দি প্রদর্শনী-ঘ সিরিজ, তদন্ত প্রতিবেদন প্রদর্শনী-চ সিরিজ, মূল্য আদায় ও সতর্কীকরন, প্রদর্শনী-ছ সিরিজ, ডেবিট নোট, প্রদর্শনী-জ সিরিজ এবং কতৃপক্ষের সিদ্ধান্তের ফটোকপি, প্রদর্শনী-ঝ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

উভয় পক্ষের উপরে বর্ণিত সাক্ষ্যাদি ও দাখিলী কাগজ পত্রের ভিত্তিতে উহার বিবরণ নিম্নবর্ণিত রূপে ছকওয়ারী ভাবে উপস্থাপিত হইবে।

ক্রমিক নং	ঘাটতি সম্পর্কিত বিবরণ	অভিযোগ	অভিযোগ গ্রহণ সংক্রান্ত স্মারক	জবাব	জবানবন্দি	তদন্ত প্রতিবেদন	মূল্য আদায় ও সতর্কীকরণ পত্র	ডেবিট নোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
(১)	ইনভয়েস নং-চা.না-৮/৯৯ তাং-২০-১-৮৮ (১০.৩৬৯ এম টন গম ঘাটতি) দাবী কেস নং-কে,এ/এম/৬৩/৮৭/৮৮/৩৯৯৪ ডেবিট নোট নং-১৪৯/৯২ তারিখ ২৮-৩-৯২ইং দরখাস্তকারীর হিস্যা-১২,৯২২/৬৩ ঘাটতি মূল-৫০,১৮৯/০৭	প্র:ক	প্র:খ	প্র:..	..	প্র:চ	প্র:ছ	প্র:জ
(২)	ইনভয়েস নং-৭২/৪ তাং ১৫-৯-৮৭ (৩.০৭৬ এম, টন, গম ঘাটতি) দাবী কেস নং-কে, এ, এম/১০/৮৭/৮৮/১২৬৮ ডেবিট নোট নং-৫৪৯/২ তাং ২৪-১২-৯০ ঘাটতি মূল্য ১৪,৫৪৮/৫০ দরখাস্তকারী হিস্যা ৩,৪১৬/৬৭]	প্র:(ক)	প্র:খ	প্র:..	..	প্র:চ	প্র:ছ(১)	প্র:জ(১)
(৩)	ইনভয়েস নং-৯৪/৯২ তাং ৫-১২-৮৭] (১১.৬৪৫ এম, টন গম ঘাটতি) দাবী কেস নং-কে, এ/কে/১৯ ৮৭-৮৮/১৬২৫ ডেবিট নোট নং-১৬০/৯২ তাং-৩১-৩-৯২ ঘাটতি মূল্য ৬০,১১৬/৯৬ দরখাস্তকারীর হিস্যা ২০,২০৮/৫৭]	প্র:ক (২)	প্র:খ	প্র:..	..	প্র:চ	প্র:ছ(২)	প্র:জ (২)

ক্রমিক নং	ঘাটতি সম্পর্কিত বিবরণ	অভিযোগ	অভিযোগ গ্রহণ সংক্রান্ত স্মারক	জবাব	জবানবন্দি	তদন্ত প্রতিবেদন	মূল্য আদায় ও সতর্কীকরণ পত্র	ডেবিট নোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
(৪)	ইনভয়েস নং-৫/২৯৪৩৭ তাং ১৬-১-৮৩ (৩৩৫ মন ৩৫ সের গম) দাবী কেস নং-কেএ/এম/৩৬/৮২-৮৩/ ৬৪৫১ তাং ২০-১১-৮৩ ডেবিট নোট নং-৩৬/১ তাং ২৭-৭-৮৯ ঘাটতি মূল্য ৫০,০৮২. ৪২ দরখাস্তকারীর হি:্যা-১৫,৮৩৪/৫৫	প্র:৩(ক)	..	প্র:গ	প্র:ঘ	প্র:চ(১)	প্র:ছ (৩)	প্র:জ (৩)
(৫)	ইনভয়েস নং-৯/১১১৪৯৩ তাং ২২-১১-৮২ (২৬৩ মন ৩৯ সের গম) দাবী কেস নং-কেএ/এম/২৫/৮২-৮৩ /৫২৫৬ তাং ১৫-৯-৮৩ ডেবিট নোট নং-৩৬/১/১ তাং-১৯-৭-৮৯ ঘাটতি মূল্য ৩৮,৯১৩/৯৮ দরখাস্তকারীর হি:্যা ৯,৭২৮/৫০	প্র:৪(ক)	..	প্র:১(খ)	প্র:ঘ১(গ)	প্র:চ(১)	প্র:ছ(৪)	প্র:জ (৪)
(৬)	ইনভয়েস নং-১৯/৩২ তাং-১৬-৫-৮৬ (ঘাটতি ১৩. ৩২৫ মে: টন গম) দাবী কেস নং-কেএ/এম/৪৪/৮৫-৮৬/ ৩৬৮৭ তাং-৬-৯-৮৬ ডেবিট নোট নং-১৯১/১ তাং-১৬-১১-৮৯ ঘাটতি মূল্য ৬২,৯২৮/৭৪ দরখাস্তকারীর হিস্যা-১৮,২৮৩/১২	প্র:৫(ক)	প্র:খ	প্র: ২গ	প্র: ২ঘ প্র:৩(ঘ)	প্র:চ(৩)	প্র:ছ(৫)	প্র:জ(৫)

ক্রমিক নং	ঘাটতি সম্পর্কিত বিবরণ	অভিযোগ	অভিযোগ গ্রহন সংক্রান্ত স্মারক	জবাব	জবানবন্দি	তদন্ত প্রতিবেদন	মূল্য আদায় ও সর্তকীকরণ পত্র	ডেবিট নোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
(৭)	ইনভয়েস নং-২৩/৭৮ তাং-৬-৬-৮৬ (১৩.৭৮১ মেঃ টন গম) দাবী কেস নং-কেএ/কে/২০/৮৫-৮৬/৩৭২২ তাং-৭-৯-৮৬ ডেবিট নোট নং-২০৯/১ তাং-২৩-১১-৮৯ ঘাটতি মূল্য-৫৮৯৩৬/৬৮ দরখাস্তকারীর হিস্যা-১৫,১৭৪/৯৬	প্রঃ৬(ক)	প্রঃখ	প্রঃ৩গ	প্রঃ৪ঘ প্রঃ৫ঘ	প্রঃচ(৪)	প্রঃছ(৬)	প্রঃজ(৬)
(৮)	ইনভয়েস নং-৪৭/৭৬৮৯ তাং-৫-১০-৯২ (৩০ বস্তা সিমেন্ট কম) দাবী কেস নং-কেএ/কে/১২/৯২-৯৩/৫০ তাং-৯-১-৯৩ ডেবিট নোট নং-২৭/৯৩ তাং-১০-১২-৯৩ ঘাটতি মূল্য-৬,৮০০ দরখাস্তকারীর হিস্যা-৬৮০০	প্রঃ৭(ক)	প্রঃখ	প্রঃ৪গ	প্রঃ৬ঘ প্রঃ৭ঘ	প্রঃচ(৫)	প্রঃছ(৭)	প্রঃজ(৭)
(৯)	ইনভয়েস নং-১২/৮০৫৯ তাং-২৭-২-৯২ (৫৩ বস্তা সিমেন্ট কম) দাবী কেস নং-৬/৯১-৯২/২২৭৮ তাং-১২-৬-৯২ ডেবিট নোট নং-২/৯৩ তাং-২০-৭-৯৭ ঘাটতি মূল্য ১০,৬০০ দরখাস্তকারীর হিস্যা-৫০৫৯/১০	প্রঃ৮(ক)	প্রঃখ	প্রঃ৫গ	প্রঃ৮ঘ	প্রঃচ(৬)	প্রঃছ(৮)	প্রঃজ(৮)

ক্রমিক নং	ঘাটতি সম্পর্কিত বিবরণ	অভিযোগ	অভিযোগ গ্রহণ সং-ক্রান্ত স্মারক	জবাব	জবানবন্দি	তদন্ত প্রতিবেদন	মূল্য আদায় ও সতর্কী-করণ পত্র	ডেবিট নোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
(১০)	ইনভয়েস নং-৩৭/১৩১০ তাং ১২-৫-৯৩ (ঘাটতি ৫.১৫০ মেঃ টন সিমেন্ট) দাবী কেস নং-কেএ/বে/২/৯৩-৯৪/ ২৯৫৬ তাং ৫-১০-৯৩ ডেবিট নোট নং ৮/৯৫ তাং ২৫-৯-৯৫ ঘাটতি মূল্য ২০,০৮৫ দরখাস্তকারীর হিস্যা ৭,৭৯০/১৪	প্রঃ৯(ক)	প্রঃ৬গ	প্রঃ৬ঘ	প্রঃ৯ঘ	প্রঃচ(৭)	প্রঃছ(৯)	প্রঃজ(৯)
(১১)	ইনভয়েস নং-৩৬০/৫৫ তাং ১৭-৮-৮১ দাবী কেস নং-১০৪/৮১-৮২ ডেবিট নোট নং-৩৪১/৪ তারিখ ১৩-১০-৯০ ঘাটতি মূল্য ১,৫৬২/৭৬ দরখাস্তকারীর হিস্যা ৩৪৫/৮০	..	প্রঃখ	..	..	..	..	প্রঃঝ(১০)
(১২)	ইনভয়েস নং -১ তাং ১২-২-৮৭ দাবী কেস নং-২১৮৯-৯০ ডেবিট নোট নং-৫৮২/২ তাং ১৩-১-৯১ ঘাটতি মূল্য ৩০০৪ দরখাস্তকারীর হিস্যা ৭০৪/৫৪	..	প্রঃখ	..	:	..	..	প্রঃঝ(১১)

ক্রমিক নং	ঘাটতি সম্পর্কিত বিবরণ	অভিযোগ	অভিযোগ গ্রহণ সংক্রান্ত স্মারক	জবাব	জবানবন্দি	তদন্ত প্রতিবেদন	মূল্য আদায় ও সর্তক-করণ পত্র	ডেবিট নোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
(১৩)	ইনভয়েস নং-৭/৯০ তাং ৭-১-৮৯ দাবী কেস নং ৫৪/৮৮-৮৯ ডেবিট নোট নং-৬১৪/২ তাং ২৩-১-৯১ ঘাটতি মূল্য-৩১,৫০৪/৪০ দরখাস্তকারীর হিস্যা-৭,৩৯৮/৭০	..	প্র:খ	..	..	..	..	প্র:জ(১২)
(১৪)	ইনভয়েস নং-৩৯/৮২ তাং ২৬-১০-৮৮ দাবী কেস নং-৩৭/৮৮-৮৯ ডেবিট নোট নং-৬১০/২ তাং ২৩-১-৯১ ঘাটতি মূল্য ২৬,৮১৩/১৬ দরখাস্তকারীর হিস্যা-৬২৯৬/৯৮	...	প্র:খ	..	..	..	..	প্র:জ(১৩)
(১৫)	ইনভয়েস নং-৬৯/৪২ তাং ১৮-১২-৮৮ দাবী কেস নং-৪৬/৮৮-৮৯ ডেবিট নোট নং-৬১২/২ তাং ২৩-১-৯১ ঘাটতি মূল্য ৩১,২৫০/১৫ দরখাস্তকারীর হিস্যা-৭৩৩৮/৯৯	..	প্র:খ	..	..	..	..	প্র:জ(১৪)
(১৬)	ইনভয়েস নং-৬২/৭৯ তাং ২৬-১১-৮৮ দাবী কেস নং-৫০/৮৮-৮৯ ডেবিট নোট নং-৬১৩/২ তাং ২৩-২-৯১ ঘাটতি মূল্য ২৪,৪৭৯/৯১ দরখাস্তকারীর হিস্যা-৫,৭৪৯/০২	...	প্র:খ	...	...	..	..	প্র:জ(১৫)

ক্রমিক নং	ঘাটতি সম্পর্কিত বিবরণ	অভিযোগ	অভিযোগ গ্রহণ সং-ক্রান্ত স্মারক	জবাব	জবাবদলি	তদন্ত প্রতিবেদন	মূল্য আদায় ও সূর্তকী-করণ পত্র	ডেবিট নোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
(১৭)	ইনভয়েস নং-১৮ তাং ১৭-২-৮৯ দাবী কেস নং-৬৫/৮৮-৮৯ ডেবিট নোট নং-৬৫২/২ তাং ২৯-১-৯১ ঘাটতি মূল্য ১০,৭৫১/৯৫ দরখাস্তকারীর হিস্যা-২৫২৫/০৬	..	প্র:-খ	..	..	..	..	প্র:ঘ(১৬)
(১৮)	ইনভয়েস নং-১২৯/৭৫ তাং ১২-১২-৮৪ দাবী কেস নং-২০/৮৫-৮৬ ডেবিট নোট নং-৭৯৫/৯১ তাং ৩১-১২-৯১ ঘাটতি মূল্য ৫২৪/৭৭ দরখাস্তকারীর হিস্যা-১৩৪/৯৮	..	প্র:-খ	..	..	..	..	.. প্র:ঘ(১৭)
(১৯)	ইনভয়েস নং-৪৩/১০ তাং ২৮-১০-৮৫ দাবী কেস নং-৫/৮৫-৮৬ ডেবিট নোট নং-৩০৫/২ তাং ৩-২-৯০ ঘাটতি মূল্য ২৯৪৭/৭৪ দরখাস্তকারীর হিস্যা-১৪০৬/৮৮	..	প্র:-খ	..	..	..	..	প্র:ঘ(১৮)
(২০)	ইনভয়েস নং-১২৪/৮৪ তাং ২১-৮-৮৫ দাবী কেস নং-৬/৮৫-৮৬ ডেবিট নোট নং-২৩৩/২ তাং ১১-৯-৯০ ঘাটতি মূল্য-৪০,৫৩৭/৫১ দরখাস্তকারীর হিস্যা-১১,৪৬০/৫২	..	প্র:-খ	..	..	..	..	.. প্র:ঘ(১৯)

উপরে বর্ণিত "ছক", হইতে প্রতিয়মান হইতেছে যে, ১হইতে ১০ নম্বর ক্রমিকে উল্লিখিত ইনভয়েস সংক্রান্ত দাবী কেসের বিপরীতে প্রদর্শনী-ক হইতে প্রদর্শনী-৯(ক) মূলে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে শো-কজ হয়। প্রদর্শনী-খ মূলে দেখা যায় যে, ১,২, ৩৩ নং ক্রমিকে উল্লিখিত ইনভয়েস সংশ্লিষ্ট দাবী কেসে চার্জশীট দরখাস্তকারী কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। উপরোক্ত ছকের ৪ হইতে ১০ নম্বর ক্রমিকের 'ছ' ছক হইতে পরিদৃষ্ট হইতেছে যে, ঐ সকল ক্রমিকে বর্ণিত ইনভয়েস সংশ্লিষ্ট দাবী কেসের সংশ্লিষ্ট যে অভিযোগ হয় তদপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী কর্তৃক যথাক্রমে জবাব ও জবানবন্দি দেওয়া হয় এবং ছকে বর্ণিত-১ হইতে ১০ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত কেসসমূহে তদন্ত প্রতিবেদন যথাক্রমে প্রদর্শনী-চ সিরিজ মূলে সম্পন্ন হয়। ইহা ব্যতিরেকে প্রদর্শনী-ছ সিরিজ মূলে মূল্য আদায় ও সতর্কীকরণ পত্র এবং, প্রদর্শনী-জ হইতে জ- (৯) মূলে ডেবিট নোট ইস্যু করা হয়। এই দশটি কেসে দরখাস্তকারীর হিস্যা মোতাবেক জড়িত অর্থের পরিমান ১,১৫,২১৮.২৪ টাকা প্রতিপক্ষ করপোরেশন কর্তৃক উক্ত অর্থকর্তনের স্বপক্ষে যথাযথ কাগজাদি দেখা যায়। স্বীকৃত মতে প্রতিপক্ষের দাবীকৃত ১,৯০,৫৮২.৭২ টাকা হইতে উক্ত ১,১৫,২১৮.২৪ টাকা বাদ দেওয়া হইলে ৭৫,৩৬৪.৪৮ টাকা কর্তনের দাবী সম্পর্কে ছকে উল্লিখিত ক্রমিকের ১১ হইতে ২০ পর্যন্ত বিপরীতে একমাত্র ডেবিট প্রদর্শনী-জ(১০) হইতে জ(১৯) ব্যতিরেকে আর কোন কাগজাদি আদালতে উপস্থাপিত হয় নাই। এই প্রসংগে ডি; ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন কর্তৃক এই মর্মে তাহার জবানবন্দিতে স্বাক্ষ্য দেওয়া হয় যে, ২৮টি দাবী কেসের মধ্যে ১০টি কেস ছাড়া বাকী ১৮টি কেসে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মতে কর্তন করা হইয়াছে। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত, প্রদর্শনী-ঝ চিহ্নিত হইয়াছে। আমরা প্রদর্শনী-ঝ হইতে দেখিতে পাই যে, ১-১১-৮৩ ইং তারিখে স্বাক্ষর যুক্তে ডেপুটি কর্মাশিয়াল ম্যানেজার কর্তৃক বোর্ডে বরাবর নিমিত্তে একটি সুপারিশমাত্র। ইহাতে বোর্ডের কোন সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত হইয়াছে পরিদৃষ্ট হয় না। দ্বিতীয়তঃ ঘাটতি সংশ্লিষ্টে সংশ্লিষ্টদেরকে শোকজ করা হইবে না উহাতে এমন কোন কথা উল্লেখ নাই। তৃতীয়তঃ যে কোন কর্তনের পূর্বে ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ১০(১) ধারার বিধান মতে শোকজ করা আবশ্যক। এই বিধান পালিত না হওয়ায় ৭৫,৩৪৪.৪৮ টাকা কর্তনের দাবী আইনানুগ ও যথাযথ নহে বিধায় দরখাস্তকারী উক্ত অর্থ ফেরত পাইতে হকদার। বিলম্ব সম্পর্ক দেখা যায় যে, পি, ডব্লিউ-১ কর্তৃক তাহার জবাববন্দিতে এই মর্মে স্বাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি তাহার কর্তন ফেরত প্রাপ্তির জন্য কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে বহুবার ধর্ণা দিয়াছেন যে কারণে তিনি মোকদ্দমাটি নির্দিষ্ট সময়ে দায়ের করিতে পারেন নাই এবং বিলম্ব মার্জনা করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রদর্শনী-৩ হইতে দেখা যায় যে, দাবী সংক্রান্ত ছাড় পত্র ইং ২১-১১-৯৫ তারিখ মহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্য) কর্তৃক মহাব্যবস্থাপক হিসাবে প্রদান করা হয় যাহার অনুলিপি দরখাস্তকারী আবদুল খালেককে দেওয়া হইয়াছে দরখাস্তকারী উক্ত অনুলিপি কবে প্রাপ্ত হইয়াছেন সে সম্পর্কে কোন সাক্ষ্যাদি কোন পক্ষ হইতে উপস্থাপিত হয় নাই। তর্কের স্বলে রেজিষ্ট্রার্ড ডাকযোগে উক্ত দাবী পত্রের অনুলিপি দরখাস্তকারীর বরাবর প্রেরণের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৭দিন যোগ করিয়া তৎসময় হইতে অত্র মোকদ্দমা দায়েরের তারিখ অর্থাৎ ২০-৫-৯৬ তারিখ পর্যন্ত হিসাব করা হইলে দেখা যাইবে যে মোকদ্দমাটি প্রদর্শনী-৩ এর জারীর তারিখ হইতে যথাসময়ে বা ৬ মাসের মধ্যে দায়ের করা হইয়াছে। কাজেই, মোকদ্দমাটি দায়ের ক্ষেত্রে বিলম্বজনিত কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হইতেছে না। উপরোক্ত দরখাস্তকারী কর্তৃক বিলম্বজনিত ত্রুটি মার্জনার জন্য প্রার্থনা রাখা হইয়াছে। এমতাবস্থায় এইরূপ।

আদেশ

হইল যে অত্র মোকদ্দমা দোতরফা শুনানীতে বিনাখরচায় আংশিক গ্রহীত হইল। ১৯৩৭ সনের মজুরী পরিশোধ বিধি মালার ২২(১) ধারার বিধান মোতাবেক দরখাস্তকারীর আনুতোষিক হইতে কর্তনকৃত অর্থের মধ্যে- ৭৫,৩৬৪.৪৮ (পচাত্তর হাজার তিনশত চৌষট্টি টাকা

আটচল্লিশ পয়সা) টাকা অদ্য হইতে ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে দরখাস্ত-কারীর অনুকূলে জমা প্রদানের নিমিত্ত প্রতিপক্ষগণকে নির্দেশ দেওয়া হইল। অন্যথায় দরখাস্ত কারী উক্ত অর্থ ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৫) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতি-পক্ষগণ হইতে পাবলিক ডিমাণ্ড হিসাবে আদায় করিতে পারিবেন।

অত্র রায়ের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
১৭-১২-৯৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং-৩৫/৯৭

মোঃ শাহজাহান,
পিতা-মোঃ মাহবুল মাওলা,
প্রযত্নে মনসুর টোর,
ইসলামপুর মেডিকেল রোড,
থানা ধামরাই, জিলা ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মুন্নু সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
পক্ষে ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
৯নং ওয়ারী স্ট্রিট, ওয়ারী,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
মুন্নু সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
ধামরাই, জিলা ঢাকা।

(৩) মহা ব্যবস্থাপক (প্রশাসন),
মুন্নু সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
ধামরাই, জিলা ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-৮ তারিখ ১৪-১২-৯৭ইং

বাদী মোঃ শাহজাহান অদ্য উপস্থিত হইয়া মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। অদ্য মামলাটি উপস্থাপন করার জন্য প্রথম পক্ষ আরেকটি দরখাস্ত দিয়াছেন। প্রার্থনা মোতাবেক মামলাটি অদ্য আদেশের জন্য পেশ করা হইল। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমাণ্ডার (অবঃ) এম, এ, আজিজ খান এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। শুনিলাম ও নথি দেখিলাম। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী যদি মামলাটি ডিসমিস ফর নন প্রসিকিউশন হয় তাহার আপত্তি নাই মর্মে দরখাস্তের পার্শ্বে লিখিয়াছেন।

মামলাটি প্রত্যাহারের দরখাস্ত মঞ্জুর যোগ্য। বিজ্ঞ সদস্যগণের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহারাও একমত পোষণ করেন এবং তাহাদের স্বাক্ষর আদেশ নামায় গ্রহণ করা হইল। সুতরাং এইরূপ:

আদেশ

হইল যে প্রথম পক্ষের প্রার্থনা মোতাবেক মামলাটি প্রত্যাহার করিবার নিমিত্ত তাহাকে অনুমতি প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবর প্রেরণ করা হউক।

মো: আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪ নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

ফৌজদারী মোকদ্দমা নং-৩৭/৯৭

মিসেস হাসিনা আশরাফ,
সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক বাংলা,
মতিঝিল, ঢাকা—১০০০—বাদীনি।

বনাম

চৌধুরী গোলামুর রহমান,
এ্যাকটিং এডিটর দৈনিক বাংলা,
থানা মতিঝিল, জেলা ঢাকা—আসামী।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১৩ তারিখ ২৮-১২-৯৭

মামলাটি আরও শুনানী ও স্বাক্ষীর জন্য ধার্য আছে। বাদিনী হাসিনা আশরাফ ও জামিনে থাকা আসামী চৌধুরী গোলামুর রহমান অনুপস্থিত। নথি দেখিলাম। বাদীনীর ২৮-১২-৯৭ ইং তারিখের দাখিলী মালা প্রত্যাহারের দরখাস্ত নথিভুক্ত রাখা হইয়াছে। বাদীনী মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে-আসামী চৌধুরী গোলামুর রহমানকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা
২৮-১২-৯৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৫৭/৯৭

মোঃ আবদুল মালেক, বরখাস্তকৃত ফোরম্যান,
আলহাজ আহমেদ আলী ষ্টীল রি-রোলিং মিলস লিঃ
(কোল্ড ষ্টোরেজ প্রজেক্ট) ইশ্বরদী, পাবনা —প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মিল ইনচার্জ, আলহাজ আহমেদ আলী ষ্টীল রি-রোলিং মিলস লিঃ,
(কোল্ড ষ্টোরেজ প্রজেক্ট,) ঈশ্বরদী, পাবনা।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
আলহাজ আহমেদ আলী ষ্টীল রি-রোলিং মিলস লিঃ,
(কোল্ড ষ্টোরেজ প্রজেক্ট) প্রধান কার্যালয়,
আলহাজ ম্যানশন (নীচতলা),
৮২, নতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। —দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-৬ তারিখ ৩১-১২-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার ও শ্রবণীয়তা শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহমেদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম ও দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। নথি দৃষ্টে দেখা যায় যে, মামলাটি প্রথম পক্ষ চালাইতে অনাগ্রহী এবং উহা খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞ সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দান করেন। সুতরাং এইরূপ,।

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক,
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
৮-২-৯৮

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।